কবিতাগুচ্ছ

-ঃ শ্রী প্রিয়দর্শী খীসা ঃ-

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Agrakirti Bhante

মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হবার পর
কান্না দিয়েই শুরু হয় মানুষের
জীবনে দুঃখ, বেদনা, দৌর্মনস্য,
সন্তাপ, তীব্র অন্তর্দাহ ইত্যাদির
প্রতিবাদ, আর মত্যুর হীমশীতল
স্পর্শের অপরিহার্য নির্মম অতি
নির্ব্যাজ যবনিকাপাতেই পরিসমাপ্তি
ঘটে এবং উপশান্ত হয়ে থাকে
সকল দ্বন্দ্ব, সংঘাত, ধিক্কার,
ঘৃণা, উপেক্ষা, মাৎসর্য, দ্রোহিতা,
রিরংসা এবং নিন্দার প্রবল
ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝাট। এই জন্ম
এবং মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়,
জীবনেই চলে শুধু অভিনয়,
পথে-ঘাটে, সাগর-জঙ্গমে,
চলনে-বলনে, আহারে-বিহারে
আর নিদ্রা-জাগরণে। অনিত্য,
ক্ষণভঙ্গুর এবং অতি ক্ষণিকের
এই জীবনে এ সবেরই ছোট-খাটো
ছন্দেবন্দে চরিত্র চিত্রনই হলো
আলোচ্য গ্রন্থ।

কবিতাগুচ্ছ

শ্রী প্রিয়দর্শী খীসা

কবিতাগুচ্ছ

প্রথম সংস্করণ ঃ ২০০৯ ইংরেজী
প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী, ২০০৯ ইংরেজী

প্রকাশিকা ঃ
শ্রী পুষ্পাঞ্জলি খীসা
কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি।
ফোন ঃ ০৩৫১-৬১৯৯৭

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
জীবন বিকাশ চাকমা
মায়ের দোয়া কম্পিউটার
এন্ড
ফটোষ্ট্যাট
গাউছিয়া মার্কেট, নিউ কোর্ট রোড, রাঙ্গামাটি।

মুদ্রণে ঃ
বনফুল প্রেস
বনরূপা, রাঙ্গামাটি।

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৯০ টাকা।

উৎসর্গ

অখিল মানব জাতির অবহেলিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত
প্রবঞ্চিত, দুর্ভর দুঃখ তাপক্লিষ্ট, মানসিক
যন্ত্রণায় জর্জরিতদের করপল্লবোপরে
একান্ত মমতাভরে সমর্পণ
করলাম।

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই ঃ

১। স্মৃতি (বাংলা কাব্যগ্রন্থ) প্রকাশকাল ২০০৫ ইং
২। চাকমা ভাষা সন্দর্শন (প্রকাশের অপেক্ষায়)
৩। এক কোঁচর ছড়া (প্রকাশের অপেক্ষায়)
৪। লামাহ, পালাহ বারোমাসী (প্রকাশের অপেক্ষায়)
৫। চিজিক্কর বই (প্রথম পাঠ) চাকমা বর্ণমালায়
৭। চিজিক্কর বই, শিশুপাঠ (প্রকাশের অপেক্ষায়)
৮। চিজিক্কর বই, দ্বিতীয় পাঠ (প্রকাশের অপেক্ষায়)
৯। চাকমা-ইংরেজী ওয়ার্ড বই (প্রকাশের অপেক্ষায়)
১০। সদ্ধর্ম মণি মঞ্জুষা (প্রকাশের অপেক্ষায়)
১১। চাঙমাহ ভাঝা ভেদেলাম (ভাষা ভেদতত্ত্ব) (প্রকাশের অপেক্ষায়)

কিছু কথা

কবিতা হলো কল্পনানির্ভর ছন্দময় রচনা। সাহিত্য বিশারদ শ্রীশচন্দ্র দাশের ভাষায় " অপরিহার্য শব্দের অবশ্যম্ভাবী বাণীবিন্যাসকে কবিতা বলে "। তজ্জন্য দেখা যায়, যথাযথ ব্যবহারোপযোগী অপরিহার্য শব্দ যথাবিন্যস্থ হলে, তাতে শব্দগুলি রসাত্মক বাক্যে স্থাপিত হয়ে ছন্দোময় রূপ লাভ করে থাকে। তাতে করে অনুভূতি রসে সুষমামণ্ডিত হয়ে বাঙময় হয়ে উঠে; উদ্রিক্ত কল্পনা রূপময়তা লাভ করে। ভাবোচ্ছ্বাসের রূপে রসে, আনন্দে, আলোড়নে, সুরে, ছন্দে, লয়ে রূপলাভ করে এক অভূতপূর্ব বাণীচিত্রে; ভাবমাধুর্যে ভরপুর এক সঙ্গতিপূর্ণ যথাযোগ্য উপাদান বিশিষ্ট শিল্প সৃষ্টির আবিস্কার। শিল্প সৌন্দর্যের প্রভাবে মনে যে অনুভূতির সঞ্চার ঘটায়, যার মধ্যে কোন উদ্বেলতা থাকে না বরং অনুভূতি যেন স্থির সমাহিত হয়ে পরম বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অবনমিত হয়ে পড়ে। এতে ভাবের মদির মদিরায় আনে তন্ময়তা, আনে পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের লীলাভূমে অলৌকিক আত্মবিলুপ্তির অনুভূতি সঞ্জাত নির্মল আনন্দময় মানসিক অবস্থা। তাইতো রবীঠাকুর বলেছেন,

অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচণ
গীতরস ধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলিজালে।

উদয় বিলয় স্বভাব হলো জীবনের ধর্ম। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়টাই জীবন। সৃষ্টিধর্মীতা হলো প্রাণশক্তির লক্ষণ। ইহা সর্ববাদী সম্মত যে, প্রসাদ, মাধুর্য এবং ওজঃ ইত্যাদিরই কীর্তন করা হয়ে থাকে। এতে কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই আত্মগোপনের মানসিকতার কারণে জীবনের অসম্পূর্ণতারই বিধান হয়ে থাকে। বস্তুতঃ তাতে পরিপূর্ণ মানব চরিত্রটি অংকনে ত্রুটি থেকে যায়। তজ্জন্য মানব সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তারই নিত্যদিনের ঘটনাপ্রবাহগুলিকে সর্বজনবেদ্য তথা বাস্তবকে মানসদৃষ্টিতে এনে চরিত্র চিত্রনে কায়া-কান্তিময় করা ও সফলভাবে পরিস্ফুতিত করার একান্ত ইচ্ছা থেকেই সর্বমোট ৪৬টি ক্ষুদ্র-বৃহৎ কবিতার মালা চয়ন করে গ্রন্থটিতে সাজানো হয়েছে। রবী ঠাকুর বলেছেন- " অন্তরের জিনিষকে বাহিরের, ভাবের জিনিষকে ভাষার, নিজের জিনিষকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিষকে চিরকালের করে গড়ে তোলাই হল সাহিত্যের কাজ "। রবী ঠাকুরের এই অমর বাণীর অনুসরণেই আমার অকিঞ্চিৎকর প্রয়াসের ফসল এই " কবিতাগুচ্ছ " বইটি সুশীল সমাজের বিদগ্ধজনের হৃদয়ের মণিকোঠার দরজায় দাঁড়িয়ে এতটুকু নাড়া দিয়ে সত্যিকার মানব প্রেমে যদি উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তাহলে আমার শ্রম স্বার্থক বলে মনে করবো।

প্রিয়দর্শী খীসা

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় চর্চাকারী আদিবাসী কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রী প্রিয়দর্শী খীসার নাম অনেকের কাছে হয়তো অজানা। কবি হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ মাত্র কিছুদিনের। তবে ছাত্রজীবনেও তিনি অবসর সময়ে কবিতা রচনা করতেন বলে জানা যায়। তিনি একাধারে কবি ও প্রাবন্ধিক। তাছাড়া তিনি আদিবাসী চাক্‌মা ভাষা উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য বর্তমানে একনিষ্ঠভাবে গবেষণা করছেন। সম্প্রতি তিনি চাক্‌মা ভাষায় ছোটমনিদের জন্যও বেশ কয়েকটি বই রচনা করেছেন।

বাংলা ভাষা চর্চায়ও তিনি সমানভাবে সিদ্ধহস্ত। কিছুদিন পূর্বে তাঁর রচিত "স্মৃতি" নামে কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠক সমাজে ইতিমধ্যে বেশ প্রশংসা অর্জন করেছে। তাঁর বর্তমান "কাব্যগ্রন্থ" কবিতাগুচ্ছটি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। গ্রন্থটিতে সর্ব্বমোট ৪৬টি কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রতিটি কবিতা অত্যন্ত উঁচু কাব্যিক ধারা ও সুললিত ছন্দে রচিত হয়েছে। ইহাতে কবির চমৎকার কাব্যিক ভাবোচ্ছ্বাস ও ছন্দময়তা ফুটে উঠেছে। বলাবাহুল্য মাতৃভাষা বাংলাভাষী বহির্ভূত ভিন্ন ভাষাভাষীর লোক হয়েও এমন সুললিত ছন্দ ও মাধুর্যে কবিতা রচনা করার জন্য কবি প্রশংসার দাবী রাখেন। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হলে আদিবাসী বিশেষত:

চাক্‌মাদের মধ্যে বাংলা সাহিত্য চর্চা ক্ষেত্রে ইহা একটি মাইলফলক হিসেবে পরিগণিত হবে- ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। উল্লেখ্য যে, আদিবাসী চাক্‌মাদের মধ্যে বিগত তিন দশকে বেশ কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক পার্বত্যাঞ্চলে আর্বিভূত হয়েছেন। তাঁরাও অনেকে চাক্‌মা ভাষা ও বাংলা ভাষা কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁদের অনেকের কবিতা ও বিভিন্ন প্রবন্ধ ইতিপূর্বে কিঞ্চিৎ পড়ার সুযোগ হয়েছিলো। তাঁদের কবিতায় এমন প্রবল ভাবোচ্ছাস ও কাব্যিক পাণ্ডীত্য দেখা যায়নি। সেক্ষেত্রে শ্রী প্রিয়দর্শী খীসার কবিতা ব্যতিক্রম ধর্মী। তাঁর প্রতিটি কবিতার শব্দচয়ন ও ভাবোচ্ছ্বাস অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ও মাধুর্যময় যা পাঠককে মুগ্ধ করবে।

আশা করি কাব্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হলে পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে এবং বাংলা সাহিত্যকে কিঞ্চিত হলেও সমৃদ্ধ করবে।

এমন একটি গ্রন্থ উপহার দেওয়ার জন্য আমি গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং গ্রন্থখানির বহুল প্রসার কামনা করছি।

শ্রী তারা চরণ চাক্‌মা
অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ষ্টেডিয়াম এলাকা
রাঙ্গামাটি।

তাং- ২০/১২/০৮ ইং

" সূচীপত্র "

		পৃঃ নং
	মুক্ত পুরুষ বনভান্তে	১
০১।	জীবন	২
২।	শুভ নব বৈশাখ	৫
৩।	জীবনের গান	৭
৪।	বনভোজন	৮
৫।	সাঁঝ	১০
৬।	অনুকম্পা	১১
৭।	জন্মদিন	১৬
৮।	হৃদয়ে কবি শামসুর রহমান	১৯
৯।	চাকমা ভাষা (২)	২০
১০।	পুরাতন	২৩
১১।	বান	২৪
১২।	অভিনয়	২৬
১৩।	অবসর জীবন	২৮
১৪।	ফাগুন মেতেছিল সভাতে	৩১
১৫।	কবিতা	৩২
১৬।	অবাঞ্ছিত	৫০
১৭।	শরৎকাল	৫১
১৮।	ফুল	৫৪
১৯।	বিজয় দিবস	৫৬
২০।	জুম্ম	৫৭
২১।	অহংকার	৫৯
২২।	কামনা	৬১
২৩।	নন্দিত বসন্ত	৬৩
২৪।	অমর একুশে	৬৫
২৫।	চড়ুইভাতি	৬৭
২৬।	বসন্তের ফুল	৭১
২৭।	স্বাধীনতা দিবস	৭৩
২৮।	আদিবাসী	৭৫

পৃঃ নং

২৯।	বর্ষা	৭৭
৩০।	মৃত্যু	৭৯
৩১।	(ক) বাহুবল	৮৩
৩২।	আনন্দ	৮৪
৩৩।	বিধি	৮৫
৩৪।	বাংলাদেশ	৮৬
৩৫।	রূপকাহিনী	৮৭
৩৬।	প্রজাপতি	৮৮
৩৭।	বেলা শেষের গান	৮৯
৩৮।	উল্লাস	৯০
৩৯।	মনোবল	৯১
৪০।	সুহাস বদন	৯২
৪১।	অপরূপ	৯৩
৪২।	ঘুম পাড়ানী গান	৯৪
৪৩।	মাদকতা	৯৫
৪৪।	চাঁপা বনের উদাস হাওয়ায়	৯৬
৪৫।	শিহরণ	৯৭

হে মুক্ত পুরুষ বনভান্তে,
লহ মোর সভক্তি প্রণাম,
এ আশীষ দাও মোরে,
স্মরি যেন শয়নে স্বপনে;
গাই যেন দিবানিশী তব জয়গান।
এ অনিত্য ধরাতলে,
তোমার অনুকম্পা বলে-
উচ্চ মার্গ লভি যেন
আমার অন্তিম কালে;
শান্তির নির্ঝরে সিক্ত হোক
মম দীর্ঘ পথশ্রান্ত মন।
আমি, আমার আমিত্বে ভরা
এই নশ্বর ভূবনে,
জন্ম-মৃত্যুর হেতু হোক
চিররুদ্ধ আমার জীবনে।
নমিতেছি সশ্রদ্ধ চিত্তে
পাপমল পরিহার তরে,
প্রণমি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে অনিবার,
মারের নিগড় ছিন্ন করি
মুক্তির স্বাদ লভে যেন প্রাণ।

-০-

এইতো সেদিন সদ্যজাত শিশু হয়ে এসেছি সংসারে,
জীবনের লীলা নিকেতন এই অনিত্য ভবের মাঝারে।
সেইক্ষণে সাথে কিছু নাহি ছিল বিকিকিনি করিবার,
একমাত্র নিরলস ক্রন্দন বিনে, অন্য কোন সম্ভার।
কার কিবা যাদু বলে এসেছিনু হেথা প্রবাস খাটিতে,
অমলিন সরলতা পূর্ণ মনে অনিয়ত পৃথিবীতে।
সদা চঞ্চল উর্মী মুখর শূণ্যগর্ভ এই ধরাতলে,
পরিচিতি হারা বাক্যহীন রূপে নামিলাম এ ভূতলে।
হেথা আসি দেখি হায়, শরীরের প্রতিটি শিরায় শিরায়,
জীবনের তরঙ্গমালা দিশে দিশে নিশীদিন ধায়,
বিশ্বদিগ্বিজয়ে অপরূপ নৃত্য গীতবাদ্য তালে লয়ে,
বাঁধা বীণাতন্ত্রে সুষম ঝংকারে একান্ত বিভোল হয়ে।
নাচে অতি চুপিসারে ধরণীর মানুষের লোমকুপে,
শতকোটি নবপুষ্প পল্লবে বিকাশে বিটপে বিটপে।
সর্ব বিশ্বব্যাপী অসীম সমুদ্রের অন্তহীন দোলায়,
কত প্রাণ হয়েছে মহীয়ান, প্রাণের জোয়ার ভাটায়।
দিবা রাত্রির চিরনাট্যশালা ওগো শ্যামল বসুন্ধরা,
পুষ্প পল্লবে মাধুরী, তুমি অরণ্যে সাগরে অন্তরা।
অবিরাম রচিতেছ সৃজনের জাল বিশ্রাম বিহীন,
ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে ইন্দ্রজালবৎ চিরদিন অন্তহীন।
বায়ুবেগ হিল্লোলে, সমুদ্রের উত্তাল কল্লোলে কল্লোলে,
দেহ-মনে-প্রাণে অবিশ্রান্ত অপরূপ অপার উল্লোলে,
ভাঙিতেছে গড়িতেছে অনাদি অনন্ত সৃষ্টির সৃজন,
একান্ত আপনার খেয়ালে যোগাসনে সেই মহাজন।
মধ্যাহ্নে হেরি কর্মব্যস্ত ধরিত্রী মাঝে কর্মবন্যা ধায়,
উছলিত স্রোতে চতুর্দিক আকুলিয়া পান্থ ছুটে যায়,
ঘুরে গাড়ীচক্র, উড়ে কত শুষ্ক ধূলী বাতাসে বাতাসে,
নয়ন মোর দু'টি মুদে সহসা দেখি জনারণ্য মাঝে;
হে বিরাট, নিঃসঙ্গ তুমি বসি একা খেলিছ একা মনে,
অনন্ত নির্জন খেলাঘরে, মজে আছ অতি সঙ্গোপনে।

ভাঙা গড়ার অবিরত খেলাছলে কত মহাপ্রলয়,
করিয়া রচন, কত মন্দির প্রাঙ্গন করেছ বিলয়।
এক হাতে তব ধ্বংসের উন্মাদনা উন্মত্ত উল্লাসে,
অন্যহাতে সৃষ্টির প্রেরণা আসে আনন্দের রানে ভেসে।
হে নিরাকার, নিরাসক্ত, তোমার অনলস অনিবার,
কর্মভূমে যত বিধিলিপি হয় বাঁধা অজান্তে সবার।
তাই আজি ওগো মহাভূপ, জীবনের মন্দির প্রাঙ্গনে,
সাজালাম আরতির পুষ্পাঞ্জলি অতি ভক্তি-সযতনে।
জীবনের সর্বশেষ আয়োজন পূর্ণাঙ্গ প্রণামখানি,
রাখিতেছি পদতলে, সারা জীবনের হৃদয়ের বাণী,
অনির্বাণ অর্ঘ্যরূপে অর্চনার সাজি সন্ধ্যাদীপালোকে,
একান্ত বিনত অন্তরের নিবেদন, তোমার সম্মুখে।
এসেছি এভবে কেহ ভোরে, কেহ দিনে, কেহ মত্ত ফাগুনে
কেহ এনেছি দীপ শিখা, কেহ দুরন্ত ঝটিকা, অঙ্গনে।
কেহ গেছে শতবর্ষ পরে, কেহ বা ত্বরায় গেল চলে,
রাখিয়া জীবনের সর্ব সঞ্চয় শ্রষ্ঠার চরণ তলে।
কারো মনে ছিল অমিত হাসি, কত শুভদিনে অজ্ঞাতে,
কারো ক্ষণিকের সুখ-দুঃখ জগৎ সংগীত সাথে;
কেহ পান করে এ ভবে অমৃতোপম ভক্তি মদরস,
শান্তিরস-সুধা-ভরে কেহ পূর্ণ করে মঙ্গল কলস।
অবজ্ঞার ধূলাস্তুপ জমে উঠে কারো খেলাঘর মাঝে,
কারো তৃপ্তির ক্ষেম-সুখ-দীপ্তি সংসার ভবন দ্বারে।
স্নিগ্ধ বনতলে সঘনপল্লবকুঞ্জ-ছায়াময় বনে,
ভাবোন্মাদমত্তে উদভ্রম বিহবল নৃত্যগীতের তানে,
শান্তস্মিত মুখে প্রীতি-স্নেহ-পূণ্যে নির্ধারিত কর্মধারা,
আনন্দে কল্যাণে প্রেমের স্রোতে ভেসে না হয়ে জ্ঞানহারা,
সর্ব দৈন্য অজস্র আচারের আঘাত আর সংঘাতে,
বিচারের দাহহীন স্রোতপথে পারি যেন উপেক্ষিতে,
সর্ব অপকর্ম, ভক্তি চিত্তে গেয়ে যেতে আর্য সংগীতে,
সাম্যের, মৈত্রীর মঙ্গল গাঁথায় সর্বগ্লানি ভুলে যেতে,

তাই আজি যাই গেয়ে আনন্দে হরষে তোমারই স্তুতি,
সভক্তি প্রণত শিরে নির্মল চিতে শান্ত সন্ধ্যাগীতি।
ক্ষণিকের জীবনে যেন জ্বালাতে পারি সুমঙ্গল জ্যোতি,
বিলাতে পারি অকাতরে দাহহীন শান্তির দ্যুতি।
এই ধ্যান, এই জ্ঞান-স্রোত রহে যেন চির অম্লান,
পরহিতে, প্রেমে আর কল্যাণে থাকে যেন অনির্বাণ।

-০-

শুভ নব বৈশাখ

বর্ষচক্র আবর্তিয়া আজি পুনঃ হয়েছ প্রকাশ,
সুস্মিত বাসন্তীর বুকের' পরে করি বর্ষশেষ।
পুঞ্জিত মেঘরাশি ঢেকেছে অম্বরী দিগন্ত বিস্তারি,
দুরান্তরে বেণুবনে প্রশান্ত লাবণ্য প্রভা বিস্ফারী
বসন্ত অবসান করি ফেলে এলে জীর্ণ যত পুরাতন,
শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মর্মর ধ্বনি করি সমাপন।
গেয়ে এলে পরিশ্রান্ত বছরের সর্বশেষ গান,
জীর্ণ দীর্ণ বছরের যত জঞ্জাল করি অবসান।
বসন্তের বিভোল উচ্ছ্বাসে উল্লোলিত নব পুষ্পদলে,
বিহগের কূজনে গুঞ্জনে মুখরিত নন্দ্য বনতলে,
জীর্ণ পত্রপুষ্পদল সতেজে ধূলাপরে বিদীর্ণ করি,
বর্ষরথচক্রে অশ্রুত অশ্রান্ত ঘড়ঘড় ধ্বনি সঞ্চারি,
কিশলয়ে পরিব্যাপ্ত অতি গম্ভীর বসন্ত হিল্লোলে,
অশান্ত সাগরের অগণিত উর্মীর উছল কল্লোলে,
অপার বৈচিত্রের মেলা সবুজের বিতানে বিতানে,
দোদুল দোলায় দোলায়িত নিতি দখিনা সমীরণে,
অনাবিল আনন্দে আহলাদে ভরি ভূতলে গগণে,
উদ্দাম নৃত্য গীত-ছন্দে পূর্ণ করি বনে উপবনে,
নিশীদিন আনন্দ বীণাতন্ত্রে ঝংকার ঝঞ্ঝনা তুলি,
অনন্ত আকাশ তলে বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা ভুলি,
সায়াহ্নে পিঙ্গলবর্ণে সুরঞ্জিত মেঘের স্তরে স্তরে,
যত অলক্ষুণে অমঙ্গল ঘৃণাভরে ঠেলে দিয়ে দূরে,
ক্লান্ত জীর্ণ বছরের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা,
উৎসর্জন করি, শত সহস্র তিরস্কার গঞ্জনা,
বিশ্রামহীন ঝিল্লীরবে নবপত্রপুষ্প গন্ধোচ্ছ্বাসে,
শষ্যশূণ্য তৃষাদীর্ণ দিগন্তের পাড়ে মধ্যাহ্ন আকাশে,
সর্ব পঙ্কিলতা, কদর্য অহংকার করি প্রক্ষালন,
তপঃক্লিষ্ট হিয়ামনে দীপ্তচক্ষে থাকি অক্লান্ত অম্লান,
যত তমিস্রা, ঘৃণ্য হীনমন্যতা করিয়া পরাজয়,
স্মিতহাস্যে নবদিগন্তের ধ্বজালয়ে হয়েছ উদয়।

পূর্বাচলে স্বর্ণ-সূর্য-রশ্মি টিকায় হয়েছ আবির্ভাব,
বিদগ্ধ অতীতের সব মুছে যত পাপ পরিতাপ,
এসো সুন্দর, হে সৌম্য নবরূপে এসো হে রূপময়
সংহারী সকল অশুচি, অমঙ্গল করো অপনয়।
হে রুদ্র, দুরন্ত বৈশাখ, আজি মোর আজন্ম সংস্কার
লয়ে, জানাই আনন্দে আহলাদে স্বতঃস্ফূর্ত নমস্কার।

-০-

জীবনের গান

নীলাম্বরে দুই ডানা বিস্ফারিয়া গ্রহ তারার মাঝে সেতু রচিয়া
মোরা আভূমি লুটাইব তুলি অট্টহাস,
মরণেরে পদে পদে করে যাবো পরিহাস।
সাগর সেচিয়া মানিক কুড়াব ঝিনুকের বুকের মুক্তা হরিব
পরি লব বিজয়ের মাল্য গলে,
খেলিব দুলিব সাগর তরঙ্গে লোনা ফেনপুঞ্জ মাখিব রে অঙ্গে
টর্পেডো হব রুদ্র সাগর তলে।
ঝড়-ঝঞ্ঝায় ফুলাইব বক্ষপট আগ্নেয়গিরি বহমান স্রোত
ডিঙাইয়া, বীরত্বের করে যাব জয়োল্লাস,
মরণেরে পদে পদে করে যাব পরিহাস।
বানের পানিতে যাব তরী বেয়ে অনাহার রোগক্লিষ্ট যত ঘরের দুয়ারে
ফুটাইব মধুর হাসির রেখা,
নিঃসঙ্গ নিঃস্বেরে সাহস যোগাব তাপদগ্ধ প্রাণে সোহাগ বিলাব
মুছাব সবার শত দুঃখ ব্যথা।
আনন্দে আমোদে ভরিয়া তুলিব দীন দুঃখী জনে সুধা বিলাইব
সব আর্ত পীড়িতের পুরাইতে অভিলাষ
মরণেরে পদে পদে করে যাবো পরিহাস।
বিপদে হবনা শঙ্কিত অন্তরে নিজেরে বিলাব অপরের তরে
কারেও দেবনা ফেলিতে দীর্ঘশ্বাস,
ভাগ্য দেবীর হবনা ক্রীতদাস মানুষের বিজয়ে করি উল্লাস
অদৃষ্টেরে করে যাবো উপহাস;
সাগর-মরুর বুকের উপরে আকাশ পারের সুনীল পারাপারে
উছল প্রাণের চপল টানে ঘটাব বিকাশ
মরণেরে পদে পদে করে যাবো পরিহাস।

-০-

বনভোজন

মার্চের দশ, দু'হাজার সাত, দিবা ছিল শনিবার,
আয়োজনে ছিল কিছু পেনশনভোগী পরিবার।
ছিল সাথে জনাকতক আত্মীয় পরিজন,
নাহি ছিল বাগাড়ম্বর পূর্ণ প্রমোদ ভ্রমণ।
স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সবে করেছে আনন্দ আয়োজন,
নিখাদ নন্দন নন্দ্য মনোরঞ্জন বনভোজন।
নির্মল মনানন্দে পূর্ণ ছিল হৃদি সরোবর,
উলঙ্গ উল্লাস বিনে সুধামাখা প্রশান্ত অন্তর।
সবে ছিল মৃত্যুর ছাড়পত্র লয়ে বিনম্র আশ্বাসে,
জীবনের গতি বাড়ে এতে এই ক্ষীণ বিশ্বাসে।
কেটেছিল দিনমান লীলায়িত আনন্দ আমোদে,
অবশেষ রাখেনি কিছু কেহ উচ্ছ্বাসে লুটে নিতে।
স্বর্গীয় সুষমা ছিল, নাহি ছিল মন্দার ঘ্রাণ,
তবুও হিল্লোলে কল্লোলে সবার মেতেছিল প্রাণ।
বলাকা নামে দুইতলা বিশিষ্ট ছিল জলযান,
বালুখালীর কৃষি নার্সারী ফার্ম ছিল গন্তব্যস্থান।
সকাল আট টায় যুগলদলে হল অভ্যাগম
সুস্মিত প্রফুল্ল অন্তরে হাসিমুখে অনুপম
অফুরান মনের নন্দনে বিভোরে মাতাল হয়ে,
উছল কলহাস্য গানে উন্মন উতলা লয়ে;
কৃষি ফার্মের ঘন অটবীর সুস্নিগ্ধ ছায়ে,
লঘু পদভারে দিবা হল অবসান দখিন বায়ে,
সব হাস্য পরিহাস দিবাশেষে হল অবসান,
দিগন্তের বৃত্তে রবিরশ্মি যবে হয়ে এলো ম্লান।
সেই ক্ষণে মনে হল সবার পরিম্লান মুখ,
পূবরীর রাগিণীর সুরে ভরে গেছে বুক।
অপরিত্যাজ্য মৃত্যুর থাবা আসিতেছে আমোঘ স্রোতে,
পরিত্রাণ না পাবার ভয়ে অনিবার্য বিধান হতে,
সন্ত্রস্ত যেন সবে কবে কখন কার ঘাড়ে চাপে,
হীম শীতল যবনিকা ঢাকা হবে এই দু'টি চোখে।

আনন্দ বেদনা যত লীলা খেলা সবি রবে পড়ে
প্রাণ বায়ু ধেয়ে যাবে মসীকৃষ্ণ অসীম গহ্বরে।
চকিত কপোত বক্ষে ছুটিছে সম্মুখে অভ্রান্ত পথে,
চিরসত্যের দিকে মিলিবে না পরিত্রাণ দুর্লঙ্ঘ্য স্রোতে।
তথাপি স্বার্থক হল আজ আনন্দে আহলাদে,
ক্ষণিকের জীবনে এই অবসরের বেদীমূলে,
এই আনন্দ আয়োজন চিরস্মৃতি হয়ে রবে,
অনাগত কালে আজিকার দিন সেতু রচে যাবে।

-০-

সাঁঝ

সোনাঝরা মহাশান্ত ঘনবন শয়ন প্রান্ত
এই দাপ দান্ত সাঁঝে,
ঘন্টাধ্বনি টেনে টেনে বাতাসের বুকে এনে
বাজিছে মন্দির মাঝে।
ধূপের সুরভি ভরে নিতি নির্মল ঘরে
পুত সন্ধ্যা দীপালোকে,
আকুল আরতি সুরে সায়াহ্নের অন্ধকারে
পূজারিনী তৃপ্তি সুখে,
নয়ন তার মুদিছে সভক্তি বিনম্র চিতে।
নিশ্চল প্রান্তর পারে
তমস্বিনী রজনীর সমাহিত ধরণীর
অতি প্রশান্ত অন্তরে;
বিজন পথের মাঝে একাকিনী বাতায়নে
বহিয়া নরম বায়,
তুলিছে পূরবী গীতি নামিয়া সুশান্ত অতি
স্নিগ্ধ মায়াবী সন্ধ্যায়।
দূরের প্রাসাদ চূড়ে বনমল্লিকা প্রান্তরে
নামিছে সাঁজের মায়া,
হিজল, তমাল বনে গোধূলী আবীর সনে
ঘিরিছে তিমির ছায়া।
নীরব নিভৃত কুঞ্জ থামিয়াছে অলীগুঞ্জ
অলস মন্থর পদে,
কোলাহল কলরব সকল ঝিল্লীর রব
গিয়েছে স্তব্দ জগতে।
কর্মবন্যা থেমে গেছে গাড়ীচক্র থেমে আছে
পান্থের নাহিক ত্বরা,
নিঃঝুম নীরবে এসে বিকট ভ্রুকুটি হেসে
আঁধারে গ্রাসিছে ধরা।

-০-

অনুকম্পা

হিংষায় উন্মত্ত ধরায় করুণার অবসান
পাপ তাপে বিদগ্ধ মানব। দাবানল লেলিহান
শিখায় ধ্বংসের প্রমত্ত প্রবীর পরাক্রম
তেজে জ্বলিতেছে দিবস শবরী যেন নিরুপম
আনবিক শক্তি লয়ে, ভীমতেজে অমলিন
ধীরোদ্ধত রূপে। ধীরোদাত্ত বিবেক কঠিন
বেড়াজালে ঢাকা পড়ে গেছে, সুকুমার
চিত্তবৃত্তি কালো ধূম্রমেঘে সমাচ্ছন, যার
পরিত্রাণ চির অন্তর্হিত আজি অমানবিক
আগ্রাসী আসক্তিতে। তাই মানুষের বিবেক
পরিম্লান রূপে মেঘে ঢাকা সূর্যকরসম
নিষ্প্রভ সর্বত্র, মনুষ্যত্ব অবহেলে ভূলুণ্ঠিত,
নিষ্পেষিত পিশাচের পদতলে। তাই দিকে দিকে
রক্তলোলুপ প্রেতাত্মার বিজয়োল্লাস জেঁকে
বসে রক্ত শোষে দুর্বল, অসহায় জনের
বুকের পরে। খুবলে খায় তাজা কলিজার
খন্ডাংশ কাঁটা চামচে লয়ে চুষে চুষে।
আজ মানুষের সৌষ্ঠব গেছে চিরতরে মুছে,
মানুষের আদর্শ হতে। উভ্রান্ত মানুষের জাতি
স্বোপচারে করিতেছে উন্মার্গে গমন, অতি
উন্মন মনে দিন করিছে যাপন কত অন্তর্দাহ
লয়ে বুকে, সংগুপ্ত অন্তরে, অনির্বচনীয় প্রদাহ
সঞ্চারিত সতত সঞ্জাত মোহঘোরে। পরহিতে
পরাঙ্মুখ সবে আত্মহিত তরে, তাহে গর্হিতে
কিছু নাহি বাকি, করিতে পারে না আপনার
লাগি অবলীলাক্রমে। ধর্ম, মান, সম্ভ্রম আর
বন্দ্যবংশের গৌরব করে বিসর্জন অকাতরে
বিবেক, মনুষ্যত্ব, সনাতনী প্রথা নির্বিঘ্ন অন্তরে।
অভিলাষ শুধু নিজ আধিপত্য করিতে বিস্তার
যাহে জলদমন্দ্র রবে করি সম্প্রচার

আপনার পৌরুষ, বাহুতে চাপড় মারি,
করি আস্ফালন। অহংকারে উল্লাসে ভরি
আপনার দৌরাত্ম্য, জঞ্জাল সর্বত্র সম্প্রসারণ
করি, পেশীশক্তি দিয়ে প্রতিবাদ নিবারণ
করিবার ঘৃণ্য আশে। আসক্তিতে অহংকার
হয়ে উৎপতন সজ্ঞানে ত্রুটি করি বার বার
সমাজে সঞ্চার করে কদর্যের পরিবৃত্তি
অপরিহার্য পথে, সমুৎসুক চিতে, সম্প্রীতি,
সদ্ভাব হয় অন্তর্ধান একে একে, হৃদগত
ভাব হতে। তাহে উন্মুজ্জন হয় মনে উদ্ধত
চৈত্তিক পরিমন্ডল। লাগে দ্বন্দ, সংঘাত
মনে ঘৃণা উপচায়, দুর্বলের মাথে আঘাত
হানি, সচকিত রাখি অনিবার্যরূপে ডেকে
আনে ধ্বংসের পরিণতি। ভ্রান্তিতে থেকে
বিভ্রাট এসে মনে ভাবে আমি উন্নত, সৎ
ধার্মিক, বড়। আত্মোপম কারে আর মহৎ
ঔদার্য ভাবিতে না পারি, শুরু হয় বিপত্তির
সমাগম, চারিদিকে গড়ে উঠে, অরি দলের
বৈরী সমাবেশ, জেগে উঠে সুপ্ত পাশবিকতা,
হানাহানি, একান্ত অন্যায্য সংঘর্ষে মানবতা
পরিহরি পৈশাচিক আত্মশ্লঘায় ভরে উঠে
আকাশ-বাতাস। নির্দ্বিধায় মনুষ্যত্ব টুটে
যায় সব ক্লেদময়-মনস্তাপ-কলঙ্ক পাশরি;
এটম বোমা আঘাত হানে, হিরোশিমা নাগাসাকি
আরো কত জনবহুল নগরে, ধুলিস্মাৎ হয়
পলকে কত গ্রাম, নগর, প্রান্তর, ধূলীতে মিশে যায়
শত বর্ষে গড়ে উঠা শিল্পকলা, স্বপ্ন-সৌধ
শৈল্পিক কিরীটিনী নিমেষের মধ্যে। সন্ত্রস্ত
না হয়ে বাড়ে জিগীষা, প্রতিশোধ স্পৃহা
দ্বিগুণ তোড়ে হয় গতিপ্রাপ্ত জাগে ঘৃণা

অভিসন্তাপ লয়ে। সিংহনাদে হয়ে আগুয়ান
জিঘাংসায় হায়েনাসম হয়ে ক্ষিপ্ত, বলীয়ান
যথা ভীম পরাক্রমে, নখরের থাবায়
আঘাত করি প্রতিহিংসা প্রতিশোধ নেয়
একান্ত হরষিত মনে। কত মহাত্মা বাঁচে নাই
কত দেশবরেণ্য নেতা-পায়নি রেহাই।
প্রতিদিন আসে খবরের কাগজে হত্যার কাহিনী
স্বাধীন সার্বভৌম দেশে যে নারকীয় বাহিনী
নৃশংসভাবে করিতেছে সংহার কত প্রাণ
অনায়াস উদ্দাম স্পর্ধিত পথে। ম্রিয়মান
মানবতা ধূলি মলিন, সততা, মনুষ্যত্ব জঘন্য
হীনমনে বিপন্ন, অপঘাতে মানুষ হারে, নগণ্য
গুটিকয় সন্ত্রাসীর হাতে। একি মানবের সভ্যতা
নাকি অন্যায়ের দুর্দমনীয় প্রকট প্রগলভতা
কেন এই নির্যাতন, পাপাচার, নীচ নির্লজ্জতা,
কার তরে, কিসের লাগিয়া এত নিগূঢ় হীনমন্যতা ?
কেউ কবে করেছে ভাবনা চিন্তনে মননে
নির্মোচ্য এতসব অযাচিত পাপ, কোন কুক্ষণে
গ্রাসিল মানবের মন, দ্বি-পক্ষ বিস্ফারিয়া
কত উদ্দাম সমারোহে, ভৈরবীচক্রে বসিয়া ?
সাথে আছে ধর্মান্ধ নিরঙ্কুশ সাম্প্রদায়িকতা,
নিতান্ত স্বার্থপর আত্মবঞ্চনার ধৃষ্টতা।
কপট বাহ্যাচারের আড়ম্বর, বিড়ম্বনা
বাড়ায় শুধু মনে, মিথ্যা দম্ভের নিরেট যন্ত্রণা
দহে নিজেকে, দ্বিগুণ জ্বালায় অপরে অন্তঃসারশূণ্য
আত্মোম্ভরী মদোদ্ধত আচরণে। লেবাসে গণ্য
আসলে লেফাফাদুরস্ত, শঠ, ছলনাময়,
প্রতারণায় পূর্ণ মনে মানবতার বিলয়।
আছে ছোঁয়াছোয়ির বিচার, যাহে জাত যায়
কুল-মান, কুলীন-অকুলীন দেয়াল, হায়

মানুষে মানুষে গড়ে বিচ্ছেদ, সৃষ্টির নিবিড়
একাধিকপত্যে অনাসৃষ্টি, টানাপোড়েনের ঝর
বহে উন্মুক্ত বেগে, তান্ডব নৃত্যে ভৈরবী হরষে
যথেচ্ছা রূপ দেয়া হয় সৃষ্টির নির্মল রহস্যে।
তবু মানুষ মুখে সুশীল সমাজের স্বপ্ন আনে
ঘরে বসে চাকর ভিখারী নিঃস্ব জনে
তাচ্ছিল্যভরে নাক সিটকায় কত ঘৃণাভরে
ফটক হতে দারোয়ান দিয়ে দূর দূর, করে।
অথচ জন সমাগমে গাহে নিজ গুণগান,
মহৎ উদার কেবা আছে আপনার সমান ?
যেন বিড়াল তপস্বী হয়ে নিবিড় ধ্যানে বসে
শ্যেন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ইঁদুর কখন আসে ?
আত্মসুখে পরাঙ্মুখ হয়ে যদি বসে নাহি থাকি,
পরহিতে উজার করি যদি সবি ত্যাগ করি
তবে হবে সমাজের মাঝে ব্যবধানে অবসান
বিদ্বেষ পরিহরি প্রেমের নির্ঝরে হয়ে গরীয়ান
মৈত্রীভাবে একে অন্যের সবার সুখে-দুঃখে
অকৃত্রিম সৌভ্রাতৃত্তের মায়াডোরে একাগ্র থেকে
করিতে পারি যদি মোরা জীবনযাপন
কেন তবে হবে নাকো প্রাণের সুদৃঢ় বন্ধন ?
সাম্য-মৈত্রীর পতাকাতলে মিলি এক সাথে
ছোট, বড় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বসি এক পাতে
কেন থাকিবে ভয়, সংহার পরাভব আর
অবিশ্বাস কেন রচিবে ব্যবধান তবে বারে বার ?
মানব জীবনে ক্ষান্তি যদি হয় সবার আকিঞ্চন,
চির অনির্বাণ থাকে যদি মানুষের বন্ধন
মানবতা থাকে যদি চির সমুন্নত
অহংকার হয় যদি মন হতে উৎসারিত
লোভ, মোহ, লালসায় যদি চিত্ত হয় দমিত
মৈত্রীর করুণা রসে যদি থাকে নিতি রমিত

অনুকম্পায় কেন আনিবে না শান্তি, হৃদয় মাঝার,
চির উদ্বেল নির্মল সুখ কেন হবে না সবার ?
তাহে মানবতাকে উর্দ্ধে তুলি ক্ষান্তি সমব্যথায়
সিঞ্চিত করে ভবে তুলি মন, শুধু অনুকম্পায়
মানব জাতির ঘরে ঘরে এই মোর নিবেদন,
এসো সবে মনুষ্যত্বে করি আত্মসর্মপণ।
সমব্যথী করুণার রসে ভরে তুলি মন,
পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত চিত্তরে করি প্রক্ষালণ;
মানুষের সুবুদ্ধি স্বর্গীয় সুষমা হোউক উদয়,
ঘৃণ্য, নীচ, অর্তিহীন পাশবিকতা হোউক বিলয়।

-০-

জন্মদিন

জন্মদিবস, জরাজীর্ণের ভীরে নতুনের গান,
নাকি প্রয়োজনের শেষে বিলয়ের তান ?
এক পা, দুই পা করে, চলিছে মরণের পানে
জীবনের খেয়াতরী, অশ্রান্ত অবিরত টানে
অকুতোভয়ে অনুপলে অভ্রান্ত ধারায়,
দুই তটে শ্যামল অটবীর প্রশান্ত প্রচ্ছায়,
রাখি সযত্ন আকিঞ্চন স্ফুরিত করি
মনের বিভাস রাগিনী। আজি স্ফুর্ত স্মরি
এই বিনিবর্তন দিনে মনের মুকুরে ভাসে
অগণন হাস্য পরিহাস অম্ল-মধু আসে,
পর্যাবৃত্তি তালে জীবনের গতিপথে ঘটেছিল
একে একে অবলীলাক্রমে, অপরিহার্য ছিল
বিলুপ্তির ঘন আধার হতে উঠে আসা বাঁকে
পুরাতন গাঁট বাঁধা জীর্ণ মালাসম হাতে।
জীবনের প্রান্ত হতে মুক্তির ছাড়পত্র নিয়ে, চলা
যেদিন হয়েছিল শুরু, আজি পুনঃ জন্মদিনে খোলা
জানালায় বসে মৃত্যুর হস্ত হতে যাত্রার ইঙ্গিত
লয়ে আসিতেছে কাছে মৃত্যুদিন, বিচ্ছেদ সঙ্গীত
অনুদিনে অনুবর্তন ধারায়। উদাসী উদারায়
প্রসর সম পরিব্যাপ্ত অতীতে কোথায়
কত সমাচ্ছন্ন প্রতিকুল আর প্রচ্ছন্ন অভ্যর্থনা
ছিল দিগন্তরে, তাতো যায়নি মুছে, বিড়ম্বনা
তাহে বাড়ে বিনিন্দিত লয়ে। এই বিশাল পাথারে
কত বরণ-ডালা,কত-শ্লাঘা এসেছিল কাতারে
কাতারে কাদম্বিনী সমা নীরজা নীলাম্বরে
বরিষন-শেষে ভেসে গেল উত্তরে অনাদরে।
পশ্চাতে হেরিলে ভেসে উঠে স্মরণের পাতায়,
কত ধাপা আর কত ধানশীর সুর বাজে হায়।
কত গীত-বাদ্য তারে জলসাঘরে, প্রেমের আরতি
ধূপ-ধুনাচুরে সুরভি ছড়ায়ে গড়ে ভাবের মূরতি

কত সাকী মনের মধুর সুরার পাত্র লয়ে
কাছে এসে চলে যায়, বিভোরে মাতাল হয়ে
মদির সলাজ নয়নে, সভয় সুহাস বদনে
রাঙা রাখি বন্ধনে বাধিবার সাধ মনে
সযত্নে পুষি, কেহ বা তীক্ষ্ণ নয়ন বান
মারি ভূতলে পতিত করি যাচে প্রতিদান
সোপচারে অর্চনা করি নিরবয়ব বেদীমূলে
একান্ত আরাধনা রাখি দু'টি চরণ তলে
কেহ বা নীলকান্ত মনি সম হৃদি সরোবরে
সযতনে লালন করি মাথা কুটে মরে
সবার অলক্ষে ত্যাজি কুলাচার, নির্গূঢ় অন্তরে
সুখ আশে তৃষা লয়ে সংগুপ্ত মনের কন্দরে
বহি দুর্ভর যাতনা নির্বাক বদনে, আশালতা
বাধি নিভৃত মনোকুঞ্জবনে কত আকুলতা
লয়ে পঞ্জরতলে, অন্যদল কত তোষামোদে
তুলে রাখে উত্তুঙ্গ চূড়ায় সমাবৃত হয়ে পদে- পদে
যাচে সমাধান নিতান্ত সমাকুল ব্যথা লয়ে
সর্বাথ সিদ্ধির সম্মিতে লীলচঞ্চল হয়ে।
লাচারির ধ্বনিতে জাগায় লাজুক মুর্ছনা বিনতি সুরে
জাগে বিধিৎসা বিনিশ্চিত অন্তরের গভীরে
শান্তনা শুধু উপচিকীর্ষা অপরে পরিচর্যা করি
লভিবার সাধে। অপরে অন্তরে দ্বিভাব পুষি
ত্রিলোকে জঞ্জালের জটা করি দ্যুলোকে দুর্বুদ্ধি ছাড়ি
মিটায় মনের বাসনা বগল বাজায়ে করে চুরি
সংগোপনে আপনার যথা প্রয়োজন, অভিলাষ
হইলে পুরণ প্রলয়ের প্রলম্বিত ঝঞ্জার উচ্ছ্বাস
টানি আড়ে হাতে দেয় মোক্ষম মর্ম বেদনা,
যাহে ঘৃণাভরে মন চাহে প্রতিহিংসার যাতনা
শোধিতে মত্ত উল্লাস ভরে। তবুও কেটে যায় বেলা,
নিপীড়ন, নিপাতন সংযমে করি অবহেলা,

পরাঙ্মুখ যারা নাক বাঁকায় ঠারেঠোরে জানায়
তাদের ঘৃণামিশ্রিত অবভাস, নিতান্ত নিরুপায়
ভাবি মনে লভে স্বাদ, সাহংকারে করি
আফালন, বীরদর্পে সম্মুখে পেচাল প্রসারি
জানায় গরবিত বন্দ্যবংশের দৃঢ় বুনিয়াদ
আপনার যশো গাথা করি সম্প্রচার, বেহাত
না করি বিভূতির যত মহিমা কীর্তন,
আনন্দ- বেদনার নিন্দা প্রশংসার এইতো জীবন,
বর্ষচক্র পরিক্রমায় ফিরে আসে সেই দিন
বারে বারে পুরাতনে নব- রূপে জীবনের জন্মদিন,
চলে কত হাসি, কত গান, আনন্দ উল্লাস
পুরবীর সুরে অনুপম অনন্ত অবিরাম অনুভাব
তবু আরাধনা মম দীপ্যমান দিন হোক দীপিত
দীর্ঘায়ু লভে শতবর্ষ, জীবন হয়ে থাক, প্রজ্জ্বলিত
মুখর হাসি গানে, আর উতলা মনোহরা সুরে
মনোলোভা ফুলসাজে দূর হতে বহুদুরে
জীবনের সুধা-সরভি আকাতরে বিলায়ে দিয়ে
অনির্বাণ শিখা সম চির উজ্জল দীপালী হয়ে।

-০-

হৃদয়ে কবি শামসুর রহমান

যে বিজয় ধ্বজা করিয়া উড্ডীন, গেলে মহাপ্রয়ান
চির অম্লান রহিবে জানিয়ো কবি শামসুর রহমান,
তোমার অনন্ত যাত্রায় আজি ব্যাকুল সমগ্র বাংলাদেশ
চিরন্তন প্রদীপ্ত ভাস্বরে জ্বলিতে থাকিবে অনিশেষ,
তব নিস্যন্দিত শিখা। কবিতার নির্যাস
উন্নয়ন করি সঞ্চারিলে বাংলার ভান্ডে যে উদ্ভাস
এনেছিলে অকৃপন হাতে, সদানন্দ প্রাণে, নির্মল চিতে
চির অম্লান আকরে রহিবে দিশারী হয়ে, অলখিতে,
তুমি ছিলে নীতিতে আপোষহীন, সত্যে অবিচল,
দুর্যোগে অতন্দ্র প্রহরী, নন্দনে নির্মল উচ্ছল,
অনিন্দ্য সুন্দর তব হৃদয় বৃত্তি দিয়া দানিলে আজীবন
অগণন রত্নরাজি, দিলে রাশি রাশি অমলিন
মেরুতারা রূপে দিশারী হয়ে না রাখি সংশয়
মনে। ওগো মহাকালের যাত্রী, তব বরাভয়
ভরা আশ্বাসে লয়ে এলে বাংলায় কল্যাণ মিত্র রূপে
হৃদয়ের পাত্র তব অনেক সুধায় ভরিয়া, নিরবে
অকাতরে করিলে দান, বাংলার ঘরে- ঘরে,
পিযুষ ধারা পান করি, মাতাল হয়ে বিভোরে
কাঁদিল সবে তব প্রয়াণে। তুমি ফুটায়েছ শতদল
বাংলার কবিতার মালঞ্চে, ঢেলে গেছ পরিমল
অপরূপ আধারে। যত পিয়াসী আকন্ঠ করিবে পাণ
সেই অমৃত ভান্ডার, যার যথা থাকিবে প্রয়োজন।
তব নাম কভুও কখনো হবে না পরিম্লান,
ভক্ত হৃদিকুঞ্জে রহিবে দীপালী হয়ে চির অনির্বাণ।

-০-

চাকমা ভাষা (২)

মোদের ভাষা, চাকমা ভাষা, মাতৃভাষা
এ ভাষাতেই ভরে আছে, মোদের সবার আশা,
এ ভাষাতে ডাকলে কেউ, প্রাণ জুড়িয়ে যায়
এ ভাষার বুলি শুনলে বুকটা ভরে হায়,
হাসি তামাসা হয় হামেসা চাকমা ভাষাতে,
সুখ- দুঃখের কথাও বলি এ প্রাণের ভাষাতে,
বড় বোনকে বেই" ডাকি মাকে ডাকি "মা"
বড় ভাইতে " দাধা" ডাকি বাপকে ডাকি "বা"
ভক্তি চিতে " আজু " ডাকে আর কে ডাকে কও ,
পিচ্চিটারে সোহাগ ভরে কে ডাকে "চিত্তিস" ?
কোন দেবরে ডাকে " ভুজি" সারা দুনিয়ায় ?
কোন শ্যালিকা ডাকে " বোনেই" ভরা মমতায়
এমনতরো প্রাণের ভাষা খুজেঁ দেখো আরো
মন মাতানো এ কথার তরে যদি দুনিয়া ঘুরো।
এ ভাষাতেই দুনিয়া দেখলাম এ ভাষাতেই ভাত কাপড়,
তাই এ ভাষাই মোদের গরব, মোদের অহংকার।
এ ভাষাটাই মোদের তরে ধনের সেরা ধন,
কেহ তারে হেয় করে ঘটায় অঘটন,
চাকমা কথায় " কোরবুয়া" খেতে লাগে কেমন মজা,
একটু বেশী ঝাল এমন খানা কোথা করবে আশা ?
বাঁশের চোঙার রান্না কারী খেতে কত স্বাদ
বিন্নি চালের " হুঘা" কলাপিঠা আছে কোন দুনিয়াত ?
" সাবেরেং" মেশানো "কোড়োই" তোন কত সাধের খানা
পাতার পাতের মোদের ভাত কাঁটাচামচের কিসে উনো ?
মিতঙ্গা বাঁশের খেংগ্রং মোনোঘরে ঢুঢুকের সুর
কাজের শেষে শিঙার ..রে মাতায় বহুদুর ।
মোনোঘরের "পেজাঙে" বসে সল্পা করতে কি আরাম
মেজাঙের পরে ভাত খেতে কত তৃপ্তির কাম,
অতিথিদের দাওয়ায় রেখে রান্না চলে পাকঘরে,
লম্বা- উচুঁ সিঁড়ি বেয়ে উঠি ঘরের লগে মাচাঙে ।

চাকমা ভাষে " ফাগুন- বঃ " কত ভালো লাগে,
পরভাষে নবান্নের আমোদ দুনিয়ার কোথা আছে ?
জ্যোসনা রাতের তারার ঝাঁক কত মাতন আনে
নয়া জুমের " সদরক ফুলে" মাতায় তার রঙে,
বিঝু দিনে হাসি-রঙ্গে প্রাণে আনে সুখ,
নব বর্ষের নতুন দিনে ভুলায় মনের দুঃখ
এ ভাষাতে প্রাণটি জুড়ায় অতিথি হয়ে খেতে,
পরভাষে সবই উন চাকমা ভাষা বাদে,
ঘরের লগে মাচাঙে বসে গানে হয়ে উল্লাসি,
সবে মিলে সল্লা করি, মনটি খুলে বসি,
একটি কথা নিতি তোমরা স্মারণে রাখিয়ো
কাকের ধরন থাকবে জেনো, ময়ুরের পালক পড়লেও।
তাই চাকমা ঘরের পাঁচমিশালী সব কুড়িয়ে নেবে,
নাহয় চাকমা মেয়ের পিনন- খাদি কোথা খুজেঁ পাবে ?
দুপুর বেলায় খর- রোদে গাছের ছায়ায় বসে
সুখ- দুঃখের কথা জানাই মোদের চাকমা ভাষে।
চিলের ডাকে উন্মন মনে লাগে উন্মন্থন,
প্রজাপতির ডানার রঙে রাঙায় ফুলের বন,
এই হল সব চাকমা কথা, চাকমাদেরই ভাষা
এ সবেতে আমরা করি নতুন দিনের আশা,
মমতাময়ী মধুক্ষরা ভাষে, কোথা কারা কয়
কোন ভাষার বুলি শুনলে প্রাণে জাগে লয় ?
চাকমা কথায় জনম মোদের রাখিয়ো স্মরণে
শান্তি সুনিবিড় ছায়া দেবে সে মোদের মরণে।
তাই মোদের হলো প্রাণের ভাষা, চাকমা ভাষা,
মোদের তরে ভূবনে সেরা ভাষা, চাকমা ভাষা।

-০-

শব্দার্থ ঃ

আজু = দাদু, নানা
ভুজি = বৌদি
বোনেই = ভগ্নিপতি
কোরবুয়া = শুটকি বা রসুন প্রযুক্ত অধিক মরিচ ভত্তাযুক্ত চাটনী
হঘা = বিন্নী চালে কলা মিশ্রিত পিঠা বিশেষ
সাবেরেং = ধন্যজাতীয় পাতা
কোড়েই = চালের গুঁড়া
মিতঙ্গা বাঁশ = এক শ্রেণীর শক্ত বাঁশ

খেংগ্রং = বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরী বাদ্য
ঢুঢুক = বড় বাঁশের এক পাব দিয়ে তৈরী বাদ্য
শিঙা = শিঙ্গা
মোনোঘর = জুমের অস্থায়ী ঘর
পেজাং = দাওয়া
মেজাং = বাঁশের বেত দিয়ে তৈরী ভোজনবের
বঃ = বাতাস
সদরকফুল = গাঁদা ফুল
বিঝু = চৈত্র সংক্রান্তি উৎসব
পিনন = মহিলাদের পরিধানের কাপড়
খাদি = বক্ষ বন্ধনী

পুরাতন

দূর হও এবে শতশীর্ণ জরাজীর্ণ অকর্মন্য পুরাতন,
ঐ স্মিতহাস্যমুখে নবপুষ্পপল্লবে জাগে নতুন জীবন।
গর্জিয়া উঠিছে শুন মেঘমন্দ্ররবে নব-নবীণের গান,
আকাশে আকাশে ধ্বনিছে যত জঞ্জাল করিবারে অবসান।
নতুনের জয়গানে বাজিয়া উঠিছে,ভেরী মুহুর্মুহু রবে,
বসন্ত বাতাসে হিল্লোলে হিল্লোলে পুরো, আনন্দ গৌরবে।
খেলাশেষ তব, ঠাঁই নাই আর নতুনের আনন্দ উচ্ছ্বাসে
দীর্ঘশ্বাসে ভরিয়ো না আর বেলাশেষে বাতাসে বাতাসে।
বিদায়ের গোধূলী লগনে মিছে মিছি কেন মনস্তাপ আর
অকারণে বুকফাটা হা হুতাশ লয়ে কেন চাহ বারে বার ?
ব্যর্থ রোদনের সাথে কিবা খোঁজ ফিরে আঙিনায় এসে
অস্তগামী সূর্য রশ্মি সম কেন দেখে যাও সকরুন হেসে ?
তোমার যে বেলাশেষ, চেয়ে দেখো অনিমেষ প্রভাতের উষা,
নবাগত আসিতেছে সদলে সবলে, উচ্ছ্বাসে উল্লাসে ঠাসা।
এই পথে যে যায় পারে না ফিরিতে আর কোনদিন পিছে,
শত আকিঞ্চন, কৃতাঞ্জলিপুটে যত আরাধনা, সব মিছে।
বৃন্তচ্যুত শুষ্ক পত্রসম মিশে যেতে হবে ধূলীর মাঝে,
গহন আঁধারে, স্তব্দ জগতের পানে যেতে হবে এই সাঁঝে।
কোন ক্ষমা নেই, নেই কোন অনুকম্পা, চিরসত্য এই পথে,
মিলিবে নাকো পরিত্রাণ, নিরবে মেনে নিতে হবে, মাথা পেতে।
বসন্তের দখিনা বায়, এক একটি ঝরে যায়, বিবর্ণ পাতা,
জীবন বৃক্ষ হতে, ধূলিতে মাটিতে ঝরে রচে বিরহ ব্যাথা।
জীবনের যত মায়া, সুখ-দুঃখ সবছায়া, যাও ভুলে যাও,
হেথা নিজের নাহি কিছু, সব রবে পড়ে পিছু, নিশ্চিত জানিয়ো।
আর রোদন উচ্ছ্বাস নয়, নয় হা হুতাশ, স্থান শূণ্য কর
নতুনের বিজয় উল্লাসে জীবনের গতি হোক তীব্রতর।

-০-

বান

পানি বহে আবর্তিয়া আবর্তিয়া যায় গরজিয়া হেলিয়া ফুলিয়া
রণ উন্মত্ত বীরের পদব্রজে,
চোখের পলকে উঠিল ফুসিয়া দুই তটে তার শক্তি বিস্তারিয়া
মত্ত হস্তীসম উঠিয়া গরজে।
প্রমত্ত উল্লাসে অতি পরাক্রমে কত শষ্যক্ষেত্র, কত গ্রামান্তরে
গ্রাসিল সবলে দিগ্বিজয়ী সম,
কত লক্ষ কীট বানে ভেসে গেল, কত কত গৃহ পানিতে ভাসিল
উদ্দাম প্রলয়ংকরী অনুপম।
বিস্ফারিয়া তার দুই বাহুপাশ অঙ্গন প্রান্তর করিয়াছে গ্রাস
লোল মদমত্তে জলের বিস্তার,
বানভাসি কত লোকরণ্য গ্রাম কত মানুষের হানি হল প্রাণ
ভেসে গেল কত অমূল্য সম্ভার।
নাচিয়া নাচিয়া আবর্তে ঘুরিয়া নদী দুই তটে হাসিয়া খেলিয়া
প্রাঙ্গন প্রান্তর জলে ডুবাইল,
প্রলয়ংকরী রাক্ষসীর মত ফুসিয়া ফুসিয়া বিধ্বংসী কত
মহাপ্রলয়ে সব সংহারিল।
কত শষ্যক্ষেত্র জলে ডুবে গেল কত গঞ্জ নগর বিচ্ছিন্ন হল
চতুর্দিকে কত আর্তনাদ শুনি,
পানিবন্দী যত অসহায় প্রাণ খুঁজে ফিরে পরিক্লেশ পরিত্রাণ
তবু আসে দুর্যোগের হাতছানি।
কেহ তো ভেলায় গ্রামান্তরে গেল কেহ বা ঘরের চালেতে উঠিল
ক্ষুধাক্লিষ্ট তৃষ্ণাদীর্ণ হাহাকারে,
কারো চোখে শুধু আঁখি জল এল কারো মনোরথ বানে ভেসে গেল
কেহ আরতি করে অঞ্জলী ভরে।
আজি বীভৎস সৃষ্টি বিনাশিনী কলহাস্যে ওরে দুর্গতি দায়িনী,
ধ্বংসের উন্মাদনা হাতে লয়ে,
শুনি তব উচ্ছ্বসিত স্রোতবেগে বয়ে যেতে সাগরের অভিমুখে
পিশাচের হাসি তব উর্মিলয়ে।
অতি ক্ষুধাক্ষিপ্ত বাঘিনীর মত ছুটিছে সম্মুখে নিতি অবিরত
মাঠ-ঘাট, গ্রাম-গঞ্জ ডুবাইয়া,

ক্ষেপা হিতাহিত জ্ঞান হারা যেন সারোষে উদ্দাম উন্মত্ততা হেন
সতেজ শক্তিতে প্রচন্ড হইয়া।
অনাহারে কত আর্তনাদ উঠে কত হা হুতাশ রোগক্লিষ্ট মুখে
আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করিয়া,
হায় হায় দিকে দিকে শুনা যায় অশান্ত আকুল উতরোল বায়
তুলে যে কাতরে উন্মুখ হইয়া।
ওগো সুধীজন ডাকি ঘন ঘন আর্ত পীড়িত ডাকিছে অগনন
এস অকাতরে সেবা দিয়ে যাই,
মৈত্রী-করুণার রস ভান্ড খুলি সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ভুলি
হাতে হাত রেখে সোহাগ বুলাই।
এস সহায় সম্বল হাতে লয়ে অনুদান অনুগ্রহ পৌছে দিয়ে
সমুৎসুক চিত্তে বিলিয়ে দিই,
আর্ত পীড়িতের কৃচ্ছ শয্যাপাশে কাতারে কাতারে মোরা অনায়াসে
মানবতারই জয়গান গাই।

-০-

অভিনয়

সুখে থাকি, সুখে আছি, হাসি খুশী দিবানিশী
সব শুধু অভিনয়,
দৃঢ় মায়ার বন্ধন, কত শত আকিঞ্চন,
ব্যর্থ বিফলতাময়।
দাড়া সূত পরিবার সবে স্বার্থের আধার
নিতান্ত ছলনাময়,
স্বার্থোন্মত্ত তারা হয় স্বার্থান্বেষী হয়ে বয়
নাহি কোন সংশয়।
যত দিন দিয়ে যাবে ততদিন এই ভবে
হবে শুধু আপনার,
শক্তি যবে হবে শেষ চেয়ে রবে অনিমেষ
পাবে ঘৃণার ধিক্কার।
এইতো ভবের খেলা কাটেরে জীবন বেলা
নাহি এর ব্যতিক্রম,
জীবন মৃত্যুর স্রোতে সন্ধ্যায়-দিবস-রাতে
বয়ে চলে অবিরাম।
অর্থ বলে গুণনিধি তপোবন, তপোনিধি,
গণে দিবস যামিনী,
সবে গাহে গুণগান সর্বত্র যশঃ কীর্তন
বাজে গীত-বাদ্য ধ্বনি।
ধনভান্ড হলে শেষ থাকিবে না কোন লেশ
আপনার বলিবার,
সবে যাবে দূরে চলে অনাদরে অবহেলে
পড়ে রবে কেবা কার।
অর্থবিত্ত শেষ হলে লেনা দেনা চুকে গেলে
থাকিবে না কেহ আর,
অবাঞ্ছিত ভাবি সবে ঘৃণাভরে ঠেলে দেবে
এ পরিণতি সবার।
তারপরে পথে হাটে জীবনের ঘাটে ঘাটে
সবে যে আনন্দময়,

জিজ্ঞাসিলে সবে বলে ভালো আছি মনে প্রাণে
নাহি কোন পরাজয়।
পরাভবে হার মানি তিলে তিলে যত গ্লানি
নীরবে সহিয়া যায়,
ইমিটেশন সবই খাঁটি বলে কিছু নেই
জীবনে বহে বেড়ায়।
অভিনেতা অভিনেত্রী সংসারে পাত্রপাত্রী
দিন কাটে ছলনায়,
বুকে জ্বলে মুখে হাসে খানে খানে পড়ে খসে
জীবনই অভিনয়।

-০-

অবসর জীবন

অন্তহীন পরিব্যাপ্তির অখন্ড এই অলক্ষুণে অদিনে,
কেটে যাবে বেলা শুধু অমোঘ মৃত্যুর প্রহর গুণে ?
জীবনী শক্তির যত সব তিলে তিলে করে এসে দান,
দিনাবসানের দিগন্তবৃত্তে আজি হয়ে আছে ম্লান।
মধ্যাহ্নের অমিত তেজোপম জীবন সূর্য রশ্মি টিকা,
চক্রবালে সুবর্ণ রঙে জ্বলিছে তার কিরীট রেখা।
জীবন ছিল উন্মাদ, উত্তাল, ঝঞ্ঝাক্ষুদ্র সাগরসম,
বক্ষে দুর্বার শক্তি, দুর্জয় বিজলীসম অনুপম।
নিবিড় তিমির রাত্রি পালিয়েছে দিশেহারা হয়ে,
দুর্যোগের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভেঙেছে খান খান হয়ে।
পরাভব মানেনি কোথাও, হয়নিকো কভু নতশির,
উদ্দাম প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরা অকুটোভয়ে রয়েছে স্থির।
নির্মল প্রশান্ত হৃদি সরোবরে ফুটেছিল শতদল,
নির্বিশঙ্ক বিজয় তিলকের তেজোদীপ্ত বুকবল
দুরন্ত দুর্দিনে দিয়ে গেছে সহজ পথের নিশানা,
বিজয়ের ধ্বজা ধরিয়ে দিয়েছে অজানার ঠিকানা।
সেই তেজ আর দীপ্তির আজি আছে শুধু অবশেষ,
ক্ষয়ে যাওয়া উদ্দাম জীবনের শীর্ণ পরিশ্রান্ত রেশ।
আজি এই বেলা শেষে সেই সব হয়েছে নিষ্প্রাণ
অনুপলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে তার সব হবে অবসান।
দ্যুতিহীন সেই সুমঙ্গল জ্যোতির ক্ষীণ আভা লয়ে,
নিকষ দারিদ্রের অপরিহার্য ব্যথাভার সয়ে,
ছুটিছে অভ্রান্ত পথে জরাজীর্ণ জীবন তরীখানি
অনিবার্য অভাবের কষাঘাত, বিধিলিপি মানি।
সীমাহীন দারিদ্রের দাবানল সম কুটিল ভ্রুকুটি,
দহিছে নিশীদিন উদগীরন করি অমঙ্গল দীপ্তি
দীনতার যাঁতাকলে নিতি নিষ্পেষণে নিষ্পেষণে,
বিতাড়ন করিছে সদায় মেরু প্রান্তিকের পানে।
অবসর জীবন, অশক্ত অথর্ব গোধূলী বেলা,
অক্ষম করুণার পাত্র দুর্বল জীবনের শেষ লীলা।

শেষ বিকেলের অস্তাচলে স্তিমিত আলোর প্রভা,
অতি শ্রান্ত সমাহৃত জৌলুষহীন পতনোন্মুখ আভা।
স্থবিরতা জরা জড়ায় আসি অক্টোপাসের মত,
অভাব অনটন ব্যঙ্গের হাসিমুখে ঘিরে শত শত।
অঘাটে নোঙ্গর পড়ে রাশি রাশি বেদনার ভারে
লৌহ সাঁড়াশীর শক্ত হাতে ধরে গলা টিপে মারে।
আজি এই খেয়াঘাটে বসি ভাবি অনুক্ষণ,
দুর্বিসহ অবিনাশী দুঃখ ভরা কেন অবসর জীবন ?
উদয় বিলয়ের অনিবার্য নির্ভূল নির্মম স্রোতে,
কেহ কভু পাবে না ছাড় চিরসত্যের গতি পথে।
কোন পিছুটান পারিবে না আর ধরিয়া রাখিতে,
নির্বাক হীম শীতল নিগড় পরে হবে চলে যেতে।
আজি আঁধারিয়া ধরণীরে নামিছে ছায়া বেলাশেষে,
ঘনবন শয়নে ম্লান রবিকর মিলাবে করুণ হেসে।
মন্দিরে বিদায়ের পূরবীর রাগে বাজিয়া উঠিবে,
বিচ্ছেদের ব্যাথায় নিঃশব্দে আরতির শঙ্খরবে।
তার-ওপরে কাশবনে ফুটে রবে ফুল নদীর কুলে,
গাইবে পাখী গান, খেলিবে শিশুদল ব্যগ্র নয়ন তুলে।
আকাশ পাড়ে নিশার মৌনক্ষণে জাগিবে তারা দল,
ভূতলে দিগন্তের অশ্রুত ডাকে জাগিবে পত্রপুষ্পদল।
বরিষণ শেষে ফিরিবে কুলায় গাঙ শালিকের ঝাঁক,
রাতের আঁধার ভেদী বেণুবনে উঠিবে ডাহুকের ডাক।
হৃত পত্র, চ্যুত পুষ্পদল হবে ক্লিষ্ট বিশ্রাম বিহীন,
স্খলিত ফুলশয্যায় উন্মন বায় ফিরিবে নিশী দিন।
মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে বিকশিত হবে নব পুষ্পদল
গুঞ্জরণে গুঞ্জরণে ফুটে রবে পাপড়ি কোমল।
সুনীল আকাশে পথশ্রান্ত বাতাসে বাজিবে পূরবী গীতি,
মন হবে উদাসী নামিবে রজনী রচিবে বিরহ স্মৃতি।
নামিয়া আসিতেছে নীরব ছায়া আজি এ ম্লান সাঁঝে,
ঘিরিবে কৃষ্ণ রজনী সাঙ্গ হবে খেলা ধরণীর মাঝে।

রহিব না আমি চলিবে হাসিগান, আনন্দ কোলাহল,
দুলিবে আবেশে বসন্ত বাতাসে অবিন্যস্ত বস্ত্রাঞ্চল।
সাঙ্গ হবে যবে খেলা এই জীবনের গানের শেষে,
শেষ বিকেলের এই আলোতে পারি তোমায় দেখে যেতে।
এই মিনতি করি আজি করিয়ো ক্ষমা হে সুন্দরতর,
খেলাশ্রান্ত অতিক্লান্ত জীর্ণ দিনান্তের দুটি নম্রকর
তুলি উর্দ্ধমুখে। জলসাঘরে নেমে আসুক পূর্ণ পরিণাম,
নেশার কুসুম উঠুক ফুটে নামুক চোখে বিশাল বিশ্রাম।
প্রভাতে যে পাখী দল এসেছিল শুধু গাইতে প্রভাতী,
গেয়েছিল সারাদিন কলরবে এবার থেমে যাক গীতি।
হরষে ফুটেছিল যে কুলগুলি হাসি হাসি মুখ তুলি,
সচপল ফিরেছে আনন্দে আহলাদে যে বায়ুগুলি।
যাক সবে থেমে যাব; নেমে আসুক ক্রান্তি বিষাদ,
বিশাল নক্ষত্রলোক আলো জ্বেলে হয়ে থাক নির্বাক।
হে মহাকাল, নমি তব শুভ্রপদে এই যাত্রাপথে,
নিষ্কম্প আলোকে নীরবে আরতি করি চলি স্তব্দ জগতে।
বিদায় লগনে মিনতি করি, কারো যদি জাগে মনে,
অপার ব্যথীর সকরুণ কথা রাখিয়ো স্মরণে।

-০-

ফাগুন মেতেছিল সভাতে

সেদিন ফাগুন মেতেছিল সভাতে
মদির দখিন বায় ছিল তার সাথে ,
তাই তব অধরে ছিল গো মধুর হাসি,
বিলোল ইশারা দুটি আঁখিপাতে
মোর হৃদয়ে ফুটালে শতদল,
সরসীর নীরে তুলি টলমল,
বনে বনে ভরিয়া মধুর কুহরণে
দোলা লাগালে মাধবী শাখাতে।
বনে বনে জেগে উঠে বনফুল মঞ্জরী,
ফুলে ফুলে উড়ে ঘুরে মধুপ গুঞ্জরি,
রয়ে রয়ে দুলে উঠে এলোমেলো বায়,
হাসিয়া নাচিয়া থোকায় থোকায়।
তোমার পরশে মোর পুষ্পিত কাননে,
মধুকর সুর আনে শুধু কানে কানে,
এসেছিলে আলো হয়ে নবীন প্রভাতে,
এনেছিলে কমল কোরক লয়ে দুই হাতে।

-০-

কবিতা

কবিতা কেন নাহি হবে শুধু সুললিত রচনা,
ভাবমাধুর্য অন্তদৃষ্টি মনোহরা কল্পনাবিলাস বিনা,
সম্প্রাপ্তি তোমার কোন মোহবলে কি সম্ভাষে
মানিব আমি, তুমি সম্পুরিত ? ভাবেচ্ছ্বাসের আবেশে
দেখো তবে, তব মদির রূপে কত শত গাঁথা
রচিয়াছে যুগে যুগে লীলাময় যত সব ললিত কথা,
কবি। প্রকৃতির নীরব চিরন্তনী পালা বদলের দিনে,
ঘন বিটপীর নিবিড় ছায়ে, আর দখিনা সমীরণে,
নব কিশলয় দলে, কাকলীর উচ্ছ্বাসে উছল কুহরণে,
মনোময় সুরে লীলায়িত ছন্দে আবেগে মোহমুগ্ধ প্রাণে।
লাচারিত ললিতে যদি ঝংকারে ঝংকৃত মধুময় সুরের,
মাধুরী কভু নাহি জাগে, মাধুকরী সম যদি মধুকর
গীতিময় মধুসুরে মাধব মাধবী কুঞ্জে কুঞ্জে,
আর অনীকুল যদি ফুলে ফুলে ঘুরে নাহি গুঞ্জে ,
তবে প্রকৃতির এত রূপ লাবণ্য, আর এত সুষমার
বনে বনে পুষ্প পল্লবে মনোলোভা এত এত উপচার,
সজ্জিত কার তরে ? কত সমারোহে, কত লীলাভরে,
কত কত সম্ভাষে কত মুগ্ধ প্রাণ আনন্দে শিহরে
ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে উতল হরষে আর প্রাণে প্রাণে,
যে রঙের আবীর ছড়ায় মৃদুমন্দ উল্লসিত কাকলীর
ঐক্যতানে, প্রাণস্পন্দনে মুখরিত আালোড়িত করি ধরণীর
দশদিক। কত কত মোহে অপরূপ রূপে মনোলোভা
ফুলসাজে সজ্জিত হয়ে স্মিত বদনে মেলি বনশোভা
লাস্যময়ী ফুলেল ফাগুন জানি, দিয়ে যায় হাতছানি
ধরণীর মৃত্তিকার পরে, তাই পাপিয়ারা সব গ্লানি
ভুলি, সারা দিন মান ধরি কুহু কলরবে উছলিত প্রাণে
ভরে তুলে দিকে দিকে হরষিত সুললিত গানে গানে।
তুমি লাস্যময়ী, তাই অমলিন রূপ লালিত্য তোমার
সর্বাঙ্গে করে তলতল, কত রূপ লাবণ্য কত অলংকার
শোভাময় হয় পরতে পরতে, তব পুষ্পাভরণ দেহে,

তাতে মজি কত কবি, কত খেপা, তোমার মদির মোহে
এই মর্ত্যধামে হরষে আকণ্ঠ করি তোমার সুধাপান
রচিয়াছে যত অমৃতভান্ডার কবিতার সুরে, কত গান
গেয়েছে প্রলুব্ধ হয়ে, আর কত কত প্রভাতী সংগীত
তোমার প্রশংসনে, তাইতো কবির চির পথিকৃত
তুমি, কত কথা প্রসুপ্তিতে তব অথৈ গহন বক্ষে
অগনন ঢেউ তুলি, রয়েছে নীরবে সবার অলক্ষে
অসংখ্য তরঙ্গমালায় বিস্তারিয়া গর্জিয়া দুলি দুলি
অন্তহীন অথৈ পাথারে উঠি ফুলি ফুলি।
তুমি নিরুপমা, তোমার অন্তহীন ললিত বিস্তরে,
কত অনুপম হেরি তবরূপ, সাজায়েছ স্তরে স্তরে।
সুষম সুষমায় রহি সজ্জিত যেন মোহমুগ্ধ সযত্ন
আশ্লেষে করি আকিঞ্চণ, রোমাঞ্চ জাগরী দীপ্তিমান রত্ন
সম তোমার অতুল অপরূপ রূপ মাধুর্য তব সর্বাঙ্গে
সুশোভিত, তাই কত কত সমারোহে আর কত কত রঙ্গে
উথলিয়া উঠে যেন হৃদয়ের কুঞ্জবনে পরতে পরতে
প্রিয়ংবদা শ্যামাঙ্গী বরষায় আর শ্যামল শরতে ?
কোনদিন পাখী ডাকা মায়াময় হাস্যময়ী স্নিগ্ধ ভোরে
কখনও শিশির স্নাত সুশান্ত অকৃপণ মায়া ডোরে।
রচিয়াছে অমরাপুরী, আর কত অপূর্ব মধুর মাধুরী
ঢেলে সাজাও যেন থরে থরে অনুপলে দিবস শবরী।
হেমন্তের শ্যামল বনতলে, মুখরিত কল কাকলীর
মনোহরা সুরে, ভরে তুলে উন্মুখিত ঘন বিটপীর
ঝার। অয়ী রূপমঞ্জরী, প্রকৃতির যত রূপলাবণ্য
যত সব লীলা চাঞ্চল্য, সেতো সবি শুধু তোমারি জন্য।
তাই তোমার রূপমাধুরী নির্মল একটানা স্রোতে
বহে যায় অনন্ত ধারায় যুগে যুগে অফুরান গতিতে,
কবির স্বচ্ছ লেখনীতে, ঋতু বদলের বিমূর্ত ধারায়,
গিরি নির্ঝরের টানে, বাদলের মাদল হাওয়ায়
শারদ স্বচ্ছ সরোবরের পদ্ম ঝারের প্রশান্ত নীরে,

শ্যামলে শ্যামল বনবীথি ছায় আর অটবীর তীরে।
এতক্ষণে যত কথা সুরে, ছন্দে, লয়ে কহিলাম তোমার
সেকি সব ভ্রান্তি, তবে কি এত রূপ রস মঞ্জিমা তোমার
নহে কিছু সত্যি ? বাদলের অবিশ্রান্ত ধারার সনে,
বসন্তের উন্মদ উন্মনা বায়ে, ফুল্ল কুসুম কাননে
কাকলীর মুখরিত কল গানে, তীব্র নিদাঘ দুপুরে
শীতের শুষ্ক হিমেল হাওয়ায় আকাশেতে ঘুরে ঘুরে,
কবির মধুর কল্পনা, কত কত শত স্বপ্ন রচনা
কত রস, কত ছন্দ, আর কত অলংকারে কত কামনা,
লয়ে গাথে ছন্দের মালা, স্বপ্ন বিলাস বাসনার
দিশারী সম তুমি, তাই তোমারে লয়ে একাকার
হয়ে যায় সৌন্দর্যের অকুল পাথারে উদ্দাম অনাবিল
অনিন্দ্য হরষে, নির্বাক বনতলে, উচ্ছ্বসিত সাবলীল
কলতানে, সবি মিথ্যে ? উন্মন মলয়-চন্দনে
উদাস উদারায় কি ছন্দ উচ্ছ্বাসে আনি মনে মনে
কবির কবিতার সুরে তুমি সীমাহীন নীলাম্বরে
পাখা মেলি ঢেউ তুলে যাও উড়ে দিগ্বলয়ের তীরে।
তাই সমুজ্জল আলোর ভারে তুমি তরঙ্গিত তরঙ্গিনী,
পাহাড়ের পাদদেশে সমুচ্ছ্বাসে সচ্ছন্দ গতি-মান তটিনী
সম নহ তুমি ? যদি নাহি হবে তবে তব লাবণ্য প্রবাহে
সুষমার সমাহারে কেন সাজালে বর্ণালী পুষ্পে পল্লবে।
তব পুষ্পাভরণ দেহে, পুষ্কর শোভিত সরসীর নীরে
কবিগণে সযতনে সুখাবেশে সেই সরোবর তীরে,
তব লাবণ্যে ভরা যৌবন অঙ্গে মহানন্দে, মহাকাব্যে
গড়ে রূপের প্রতিমা লতাগৃহে আর মহাব্যোমে।
সুরভিত ধূপ ধুনাচুরে সাজায়ে পীরিতি আরতি
মনের মধুর মাধুরী ঢেলে জানায় সহস্র ভক্তি
তোমার অপরূপ রূপের মহিমায় মজিয়া তারা
নিশীদিন লিখে যায় আবেগের উচ্ছ্বাসে লেখনীর ধারা,
অবিরাম টানে। কিসের অন্বেষণে কিছু নাহি জানি,

কভু তোমার বৈচিত্রের অবশেষ কোথা নাহি টানি।
সাজায় নানা রূপের মাধুর্যে অনাবিল অনুপম
শোভাময় রঙের তুলিতে। গ্রথিত করিয়া নিরুপম
অনুবাসনে, সুনীল আকাশের বুকে তারা ঝলমলে
আর চলমান গিরিসূতার হিল্লোলিত মৃদু কল্লোলে
ছন্দোবদ্ধ গীতিময় আর অফুরান লীলায়িত স্রোতে,
মুখরিত কাকলীর আবেশ জড়িত সুবেলা সংগীতে।
উথলিত অবারিত তানে আর মনোমুগ্ধ উছল প্রাণে,
সচপল চনমনে উচ্ছ্বসিত মনোময় টানে,
সুরে সুরে ছন্দে ছন্দে লয়ে লয়ে, এলোমেলো মত্ত বায়ে
সুরভিত ফুলবনে, নিবিড় শ্যামল বনশোভা লয়ে
বহে চলে দিবস শর্বরী আঙিনায় আর দ্বারপ্রান্তে
সোপানের পরে অবশেষে ধীরে ধীরে বিবশ দিনান্তে
সন্ধ্যার লক্ষীর মতন নিয়মিত সুস্থির বিনম্র পদে
অঙ্গের ভূষণে যার মোহমুগ্ধ পুষ্পগন্ধ রহে সাথে।
তবরূপ নানারূপে বদলায় নীতি ঋতুতে ঋতুতে,
নিরাভরণ হও তুমি প্রখর নিদাঘ পীড়িতে।
পত্রহীন অনাবৃত বিটপে আর বিটপীর ঝারে;
নব কিশলয় আর পুষ্প কোরক যবে উঁকি মারে,
বিকাশের তরে স্মিতহাস্যমুখে সুরভির বারতা হাতে,
দিবসে নির্মল রবিকরে আর জ্যোৎস্নালোকে রাতে।
মধু মাধবের উন্মন উতলা বায়ে শন শন সুরে
হিল্লোলিত তালে তালে দূর দূরান্তরে বহু দূরে।
উদ্দাম বেগে গিরিতরঙ্গিনীর মন্থর কলস্বরে
সুশোভিত লাবণ্য প্রবাহে সুবিন্যস্ত রূপের স্তরে স্তরে
রূপের ডালির মত। বনশাখে বসি আকুল পাপিয়া
কুহরণে ভরে তুলে, সারা দিনমান ডাকিয়া ডাকিয়া
আকুল প্রাণে বিক্রম দলে যেন তন্দ্রামাখা চোখ মেলি
জাগে সুপ্তির মত্ততা ছাড়ি নব কিশলয়, ডানা মেলি
গুঞ্জরী গুঞ্জরী উড়ে তাহে অনীকুল পুষ্পিত কাননে

দিবসে স্নিগ্ধ রবিকরে তারাভরা রাতের গগণে।
যেথা চাঁদিনীর ছড়ানো বানে নিতি আলো উপচায়,
আর নীচে মহীতলে প্রমত্ত উল্লাসে ফিরে উন্মন বায়
তরুশাখে বসি বসি উন্মাতাল কল কলস্বরে কাকলী
সুরে সুরে ভরে তুলে চারিদিক। মৌমাছি মিতালী
পাতে ফুল্ল কুঞ্জ বনে। দখিনা মলয় লুকোচুরি খেলে
বিজনে উল্লাসে চপল বালিকার বিজড়িত অঞ্চলে
অনুক্ষণ বিহগ গীতে ভরে থাকে শিমুল শাখে,
কৃষ্ণচূড়ার ডালে বসে আকুল পাপিয়া কুহুস্বরে ডাকে,
ফুলে ফুলে ঘুড়ে ঘুড়ে চনমন উতলা বাসন্তী বায়,
দুরন্ত রৌদ্দুরের বানে ভেসে ডাকে সবে আয় আয়
চৈত্রের প্রচন্ড দুপুরে আর দিনান্তে বেলাশেষ কালে
একটানা সুর ভাজে বিটপে বিটপে ঝিল্লি দলে দলে,
পত্রহীন অটবীর শাখে শাখে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে,
বেড়ায় কাতরে ক্ষুদ্র ডানা মেলি সুখ আশে ফিরে ফিরে।
কলকণ্ঠে গাহে পাখী দলে দলে পুষ্পিত কাননে ,
ভাবের আবেশে ভরে তুলে মনপ্রাণ সুস্বর কলগানে।
হাওয়ার রথে উড়ে উড়ে ঘুরে ফিরে রঙিন পাখা মেলে
হিল্লোলে তরঙ্গিত ঢঙের তালে ঝাঁকে ঝাঁকে মিলে
প্রজাপতি উড়ে এফুল হতে ওফুলে ঘুরে ঘুরে ,
পুষ্পোদ্যানে মিলে সবে মধু লুটে কোঁচব ভরে আঁচল ভরে।
রং বেরঙের ফুলের শাখায় বাতাস বধু নাচে,
মধুর সুবাস সাথে লয়ে খিল খিলিয়ে হাসে,
সুরভিত কেশরের এই মহা মিলনের ক্ষণে
মধুঋতু বেড়ায় এসে উচ্ছ্বসিত ফুলের বনে বনে।
আদরে সোহাগে বিহগ বিহগী মধুস্বরে গায়,
সমাগত আনন্দ মিলন মেলায় প্রাণ জুড়িয়ে যায়,
উদাসী মন যায় হারিয়ে ওই সুদুর নীলিমায়
সোহাগ ভরা ডাক পাড়ে হায় চোখের ইশারায়
মনোলোভো বনশোভা আকুল টানে মনটি হরণ করে

বাধঁন হারা ঝর্ণা ধারা উছল স্রোতে ছুটে অচিনপুরে
দখিন দ্বারে মলয় চন্দন দোলা দিয়ে যায়,
মন মাতানো রূপের বাহার প্রাণ ভরিয়ে দেয়।
দুর আকাশ গাঙে রাতের বেলা তারার মেলা বসে,
গম্ভীর ধরণীর রূপের বানে মিটি মিটি হাসে
পুকুর পাড়ে ঝোপে ঝারে জোনাকীরা জ্বলে
স্নিগ্ধ বায় হেসে হেসে পাতার পরে লুকোচুরি খেলে
চাদিমার বান উপচে পড়ে স্বচ্ছ সরোবরে
তিতির পাখী ডাক দিয়ে যায় রাতের তেপান্তরে।
ঘুম পরীরা হাসে খেলে চাঁদিমার বানে ভেসে,
পুষ্পিত কাননে লুটিয়ে পড়ে মন মাতানো হাসে।
বৈশাখ মাসের হুতাশনে খা খা করে প্রান্তর
শুকনো হাওয়ার উদাস টানে আকুল হয় অন্তর ,
জলকেলি করে ফিরে গাঙ শালিকের ঝাঁক,
নীল গগনের বুকে বেজে উঠে বাজ পাখীর ডাক,
খর তাপকিষ্ট দহন জ্বালা জুড়ায় বাদল দিনে,
কচি সবুজ পাতার সমারোহে শান্তি আসে নেমে।
সংহারিয়া সব খর তাপ ভরায় শীতল আবেশে
রৌদ্রতপ্ত শুষ্ক বুকে সবুজ পাতার মহা সমাবেশে
গ্রীষ্মের পরে সরস বরষা আসে গুটি গুটি পায়,
ভুতলে আহলাদে ভরে উঠে যেন শ্যামল মমতায়।
তরুশাখে সজীব সবুজ নতুন পাতার আসে সমারোহ,
বনে উপবনে কচি সতেজ পাতা জাগার প্রাণে মোহ,
আনন্দের বান যায় ডেকে যায় হৃদয়ের আঙিনায়
হরষে পুরে মনোরথ সুশান্ত সবুজের মেলায়,
বর্ষা আসে রাজপুত সম কত ঢাক ঢোল পিটিয়ে,
বিজলীর কৃপান ঝলসি আর মেঘ ডম্বরু বাজিয়ে,
বর্ষা আসে মহা সমারোহে রুপসী প্রকৃতির বুকে,
সঘন ঘনঘটা ঘন ঘন ঝলকিত বিজলীর চমকে,
গুরু গম্ভীর বজ্রনাদে অতি ভৈবর হরষে,

পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘরাশি যায় বেয়ে আকাশে আকাশে
ভৈরবী রাগেকাদম্বিনী ডাকে ঘিরিয়া অম্বরী ,
বরষার নবজলে গেয়ে উঠে উল্লাসী দাদুর দাদুরী,
মেঘমল্লার রাগে বরষার গানে নামে বারি ধারা
শুষ্ক প্রান্তর মাঠ ঘাট নদীনালা হয়ে উঠে জলে ভরা,
ক্ষণে ক্ষণে চকিত ঝলকে আঁকে বিজলী রেখা
বাদলের মাদল বাজায় মেঘে পড়ি, ঢাকা
গগনে গগনে গরজিয়া উঠে গম্ভীর ভৈরবী ডাক
ধরনীর মৃত্তিকার বুকে জাগে সবুজের বাগ
মাঠ ঘাট একাকার হয়ে উঠে অবিরাম বরিষণে
অম্বরে গুরু গুরু ডাক বাজে জলধর গরজনে
নবীণ প্রাণের উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে জাগে তরুলতা সবে,
নবীন জীবনের উছল শিহরণে উদ্দাম উল্লাসিত উৎসবে
গ্রীষ্মের দুরন্ত অবসাদ যায় মুছে প্রকৃতির বুক হতে,
নয়ন রঞ্জিত লীলাময়ী শ্যামাঙ্গী বর্ষা পূর্ণ হয়ে মাতে,
সোঁদাগন্ধ আর ফুলের সুবাসে মেতে উঠে প্রাণ,
সবুজের প্রান্তরে মাধুরী ছড়ায় কদম্ব কেশরের ঘ্রাণ।
মেঘের পরে মেঘের ঘটা জমে উঠে আকাশ ঘিরে,
কাজল মেঘের আনাগোনা চলে আকাশ জুড়ে,
নিমেষেতে জলধারা অঝোর ধারায় নামে অবিরাম,
শ্রান্তিহারা ঝরঝর তানে গাহে বাদল গান।
চতুর্দিকে শ্যামল মাঠে আদিগন্ত জলের বিস্তার,
সবুজের আঁচলের তলে ঢাকা পড়ে রয় সুরম্য প্রান্তর,
শ্যামলের সমারোহ মেতে উঠে দূরে বনে উপবনে
সজল বায়ুবেগে নেচে উঠে সৌষম্য প্রাঙ্গনে।
দলে দলে মেঘভেলা যায় ভেসে দূরে দিগন্তরে,
আকাশ আর মাটি একাকার যেথা দিগন্তের তীরে।
সবুজের নরম বুকের পরে ভাসে মেঘের ভেলা,
জাগিয়ে তুলে নবীন প্রাণের সজীব শ্যামল মেলা।
নব পল্লবদল নাচে বায়ুবেগে তরঙ্গিত দোলায়,

কচি সোনারোদ হিল্লোলে কল্লোলে নাচিয়া বেড়ায়,
ধরণীর এত সুর এত ছন্দ আসে কবিতার ধারাকারে,
অপার শ্যামল রূপের মমতায় প্রান্তরে প্রান্তরে।
বর্ষা নামিলে ধরায় গ্রীষ্মের হুতাশন কোথা যায় ধেয়ে,
রুদ্র খরতাপ টানে অবসান সজল বাতাসে নেয়ে,
সবুজ সতেজ কদম্ব কেতকী আর যুথিকার বনে বনে,
জলধর মিতালী পাতে গন্ধরাজ আর হাস্নাহেনার সনে
আকাশে জাগে রং আর মৃত্তিকায় আনে রসের উপহার,
রূপ, রস, বর্ণ-গন্ধে একত্রে ঘটায় সযত্ন সমাহার,
নিষ্পত্র তরুশাখে জাগে কিশলয় ঝাঁকে ঝাঁকে মিলে,
জলে সিক্ত নরম মাটির সোঁদাগন্ধে জাগে দলে দলে,
বনে বনে সবুজের মেলা নব জীবনের উন্মাদনা,
উদ্দাম চঞ্চল অনুদিনের স্রোতে সৃষ্টির প্রেরণা,
জল সিঞ্চিত মৃত্তিকা মদালসভাবে নিতি নব গৌরবে
শ্যামল প্রান্তরে ঘন কুঞ্জবনে মেতে উঠে সৌরভে,
কদম্ব, যুথিকা। বহে ছোটনদী সবুজ আঁচল তলে,
পাহাড়ের পাদদেশে ছলছল কলতান তুলি পদ মলে,
তটে তার বেণুবনে ঝরঝরে বারিঝরে ক্ষণে ক্ষণে,
চপল চনমন স্রোতে নিশীদিন বহে চলে আনমনে,
তার সুর ছন্দে, মাতোয়ারা আনন্দে হাসে বিকশিত হয়ে,
যত বুনোফুল, কটিতে মেখলে দোলে মত্ত ছন্দ লয়ে,
গুল্ম লতার। আকাশে চন্দ্রাতপ মেলে দিগন্ত বিস্তারী
সাদাকালো মেঘে নিতি যায় আসে সদা ঘুরি ঘুরি,
অহো রাত্রি। কোনদিন একটানা বরষে অবিরাম সুরে,
খাল বিল জলাধিপ হয়ে বিস্তারে দিগন্তে প্রান্তরে।
গুরু গুরু ডাকে দেয়া, কখনও বিজলী চমকায়,
মেঘভারে ঢেকে রেখে দিবাকরে, দিবা চলে যায়।
নেমে আসে বর্ষণ সন্ধ্যা ধীরপদে ধরণীর বুকে,
বাধনহারা বৃষ্টিধারা রয়ে রয়ে ঝরায় সজল মেঘে।
উন্মন উদাস মনে কাটে দিন ঝরঝরানি গানে,

বিরহ বিধুর মলিন মুখে ব্যাকুলিত আন মনে মনে।
সবুজে শ্যামলে সাজায় ধরা জীবনের সমারোহে,
সজীব সতেজ প্রাণপ্রাচুর্যের উন্মাতাল মোহে।
নব যৌবনা বরষার ঝরঝরে দুরন্ত দুর্দিনে,
কদম্ব মঞ্জরির মোহিনী সৌরভ আকুলিত অঙ্গনে,
ঝিলিমিলি খেলে যায় চমকি বিজলীর শিখা,
সাহসী থাকে কি কেহ পথে চলিতে একা ?
জলসিঞ্চিত অঞ্চল তলে দুটি রাঙা পদমূলে
পাঁক লাগে সযতনে গগণে ডমরু বাজিলে
অবিরত বৃষ্টির জলে ধুয়ে দেয় রাঙাঞ্চল
মাঠ ঘাট থই থই বায়ে জল টলমল।
সারাদিন যায় কেটে শুধু অবিরাম ধারাপাতে
পারাপার থেমে থাকে আনমনা খেয়াঘাটে।
সঘন নিকুঞ্জবনে মিলে ঘন শ্যামল বসনা
ললিত নৃত্যের তালে বাজে বাদলের স্বর্ণ রসনা।
গুরু গরজনে শিহরে কেতকী যুথিকার কেশরী
প্রিয়সুখ ভাষিণী ভাবাকুল মনে উঠে যে শিহরী।
অবিরত বরিষণে নবগীত রচি লয়ের মুর্ছনা,
বাঁশরীর সুর তুলি, জাগায় অসীমের ব্যঞ্জনা।
নীপশাখে সযতনে কেশপাশ করিয়া সুরভি,
বরষার উতলা বায় বেণুবনে বাজায় পূরবী।
বিরস বিরহ দিনে শোভা পায় বিয়াফুল মন,
বিরচন করিয়া অকুল পাথার কাটে সারা দিনমান।
জনশূণ্য পথ রহে পড়িয়া দীঘল সাপের মত,
কাদায় পাঁকে ভরপুর হয়ে দিবারাত অবিরত।
তাহে আসে বরষা নিতি নবরূপে নব গৌরবে,
ভরে দেয় বনতল, কবরী কেতকীর সৌরভে।
বরষার পুলকিত রূপ জাগে কবিতার সুরে সুরে,
তাই মুগ্ধ বরষা ঘুরে আসে পৃথিবীতে ফিরে ফিরে।
জলসিঞ্চিত ঘনযৌবন বর্ষা, আনে শ্যামলের বান,

ঘনসবুজে ভরিয়ে দিয়ে হয়ে যায় অবসান।
সৃষ্টির অফুরান ভান্ডার উন্মুক্ত অকৃপণ হাতে,
সাজিয়ে যায় সদা হাস্য লাস্যময়ী শরতের মাঠে।
শরৎ কচি স্বর্ণ রঙে রোদে আসে সহাস্য বদনে,
সমুৎসুক সমুদ্ভাসিত সুনীল সুবাস লগনে।
ধীরপদে নামে শরৎ সবুজের মাতন তুলে,
নব জীবনের প্রাণচঞ্চল উদ্দাম শ্যামল অঞ্চল ফুলে।
উদাস মেঘের ভেলা ভেসে যায় বিয়াকুল মনে,
কখনও দু'ফোটা অশ্রুসম ঝরে শ্যামল বনে।
রৌদ্র ছায়া রচে খেলা নিতি সবুজের মমতায়,
বর্ষন ধৌত সুনীল কান্তি জাগে আকাশের গায়।
সবুজের প্রান্তর ঝলমলে উঠে সোনালী রৌদ্দুরে,
আনমনা মেঘ ভেসে যায় দূরে ক্লান্ত দুপুরে।
শরতের বায় ঢেউ তুলে যায় সবুজের ক্ষেতে,
রূপের নাট্যশালে অলস মন্থর ছন্দে দূর দিগন্তে।
বর্ষণক্ষান্ত লঘুভার মেঘ যায় উড়ে দিগন্তবৃত্তে,
অনুপম রূপমঞ্জুরী জাগিয়ে কাশবনে নদীতটে----
নিরুদ্দেশে ভেসে চলা মেঘমালা লুকোচুরি খেলে,
সবুজের গালিচার বুকে আলো ছায়ার আল্পনা ফেলে,
নির্মল শারদ আকাশে নামে রূপসী জোৎস্নার বান,
চতুর্দিকে ভরে দেয় শিউলির সুরভিত ঘ্রাণ,
জেগে উঠে প্রকৃতির প্রশান্ত মাধুর্য লীলা নিকেতন,
বর্ষণ স্নাত নীলাকাশে অগণিত তারার শতদল।
জোৎস্না ঝলকিত যামিনীর অনন্ত রূপজ নন্দন,
শিউলিঝরা হাস্য কলরোলে ভরা গৃহের প্রাঙ্গন
অগণন মেঘমালা যায় ভেসে নীলাকাশ পারাবারে,
সূর্যের সোনালী কিরণে উদ্ভাসিত দীপ্তির অম্বরে।
কাঁচা সোনার রোদে বাতাস শিশুরা দোল খেয়ে যায়,
কচি ধানের পাতার পরে আনন্দে নাচিয়া বেড়ায়।
কোনদিন আচম্বিতে এসে ঝরঝরে ঘুমপাড়ানী গানে,
হিমেল স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে যায় খোলা বাতায়নে।

শরতের বারিধারা ক্ষণে এসে ক্ষণে চলে যায়,
ছাগশিশু ডাকিতে ডাকিতে গৃহপানে ছুটে হায়,
তারপরে নবম রোদ ঝাঁপিয়ে পড়ে সবুজের বুকে,
মর্তের মাটিতে নেমে স্বর্গের আল্পনা আঁকে।
ইতস্ততঃ নির্লিপ্ত মেঘ ভাসে সুনীল আকাশ পাড়ে,
সাথীহারা হয়ে যেন অবিরত চলে দিগ দিগন্তরে।
প্রভাতে সোনার রোদে শিশির স্নাত সবুজ পাতারা,
মনোহর রূপে প্রশান্ত হাসি মুখে, অম্লান চেহারা,
স্ফুরিত করি মধুর মূরতি গড়ে শারদ সকালে,
ঘনঘটা কমে আকাশ ভরে যায় সীমাহীন নীলে।
সবুজের সমারোহে বনে উপবনে রাখিয়া শরিতের চিন,
হেমন্তের প্রাণ প্রবাহের সুখস্পর্শের তীরে হয়ে যায় লীন।
হেমন্তে নাহি থাকে শরতের রূপশ্রী বর্ণের বাহার,
বৈরাগ্যের ম্লান ক্রান্তি নামে ধূসর কুয়াশার,
আবরণ। নিঃসঙ্গ সাধনায় করিয়া ব্যাপ্ত রাখে মগ্ন,
ফসলের আরাধনায় শুধু শস্যের লাগি বিষন্ন,
বিশীর্ণ হেমন্ত। তাহে তার নাহি থাকে শরতের ভূষণ,
নাহি ফুলের সমাহার সৌন্দর্যের জৌলুষ অলংকরণ,
রূপসজ্জায় নেই অফুরান প্রাচুর্য, কিন্তু মমতায় অগ্রণী
মানুষের ফসলের তরে তাই অনির্বচনীয় অপার কল্যাণী।
হেমন্ত তাই নহে রিক্ত থাকে তার স্নিগ্ধতার পরশ,
সোনালী ফসলের আগমনে থাকে নবান্নের সরস
আয়োজন প্রতি ঘরে ঘরে। সকালে শিশির সিক্ত ঘাসে
সোনালী রোদ্দুরে সোনার আলো ঝলমলে ভাসে।
ছড়ায় হীরার দ্যুতি তার সপ্ত রঙের সমাহারে,
পুলকে শিহর জাগায় প্রাণে যেন গীত বাদ্য তারে।
দিগন্তে ধবল অঞ্চলে মেরু রেখা তীরে আলোছায়া খেলে,
বিরহ কাতর মনে, সুখ আশে বাহুডোর মেলে।
লাবণ্য প্রবাহে ভেসে যেতে নতুন দিনের রবিকরে,
স্নাত হয়ে সুখস্বপ্নে বিভোরে মাতাল হয়ে অন্তরে
সুখাবেশ লয়ে। মাঠ-ঘাট প্রান্তর ঢাকা পড়ে রয়

কুয়াশার চাদর তলে। উত্তরে হিমেল হাওয়া বয়
ম্রিয়ম্লান স্রোতে। প্রৌঢ় হেমন্তের পরে নামে শীত
জড়তায় ভরা নির্মম বার্ধক্যের সাথে শুষ্ক সংগীত
লয়ে। একান্ত রিক্তের বিষাদে প্রমূর্ত ইঙ্গিত হাতে
জড়তার প্রতিমূর্তি রূপী শীতের আর্বিভাব ঘটে।
হিম শীতল রূপমূর্তির মাঝে তপস্যার কাঠোর সংযম
বৈরাগ্যের ধূসর মহিমায় প্রচ্ছন্ন আত্মপীড়ন।
ধান কাটা মাঠে নামে অসীম শূণ্যতা আর কারুণ্য,
সর্বত্যাগী তার সর্বস্বত্যাগে চাষীর গোলা করে পূর্ণ।
শীতের শীতল পরশে প্রকৃতি হয়ে উঠে ম্রিয়মান,
তথাপি আনে মনোলোভা স্বাদুতা তার তেজহীন কিরণ।
প্রকৃতি আসে তার অকৃপণ হাতে মানুষের দ্বারে,
ভরে দেয় আঙিনা ক্ষেত খামার ফসলের ভারে,
মহা সমারোহে সাজায় মাঠে শাক শব্জীর আয়োজন,
গোলাপ গাঁদার নয়ন রঞ্জন রূপে মাতায় সবার মন।
স্রোবল, মল্লিকা ফুলের বাহার আকুল করায় প্রাণ,
অতি সংগোপনে পুলক জাগায় রজনীগন্ধার ঘ্রাণ।
জিনিয়া, ডালিয়ার রূপের চমক চোখ জুড়িয়ে দেয়,
সূর্য্যমুখীর রঙের বানে যেন প্রান্তর ভেসে যায়,
চিনা গোলাপের হাসিমুখে রোদ লুটোপুটি খেলে,
জবা ফুলের মধুর হাসি বিকাশে পাপড়ি মেলে।
সকালে ঢাকা পরে সব কুয়াশার চাদর তলে,
ধীরে ধীরে কেটে যায় কুজ্ঝটিকা সবি দলে দলে
বেলা বাড়ার সাথে। প্রভাতের আবেশে শীতল শীতে,
বনে বনে গেয়ে উঠে প্রভাতফেরী, কাকলীর গীতে,
কুয়াশাজড়িত বনভূমি তলে। তার একান্ত সুর লহরী
বনে বনে দিগ দিগন্তে কুয়াশার জাল ছিন্ন করি।
খড়ের আগুন ঘিরে শিশুদল করে মাতামাতি,
মসজিদে, মন্দিরে কত আরাধনার ব্যঞ্জনার আকুতি
মুছে দেয় শীতের হিংস্র থাবার ভয় সুললিত

সুরে। কি মাধুরী আর কত মহিমা ভাসে মনোমুগ্ধ
আবেশে। রিক্তপত্র ডালে কত নীলকণ্ঠী পাখি,
জোড়ায় জোড়ায় বসি, কিসের মোহে করে ডাকাডাকি,
ক্ষণে ক্ষণে নিমীল নয়ন মেলি। হয়তো সুখকথা
লয়ে করে কানাকানি দোঁহায় মিলি শত ব্যাকুলতা
পাশরি। প্রৌঢ় বিবর্ণ পাতাগুলো একে একে পড়ে ঝড়ে,
উত্তরে হিমেল বায় অবলীলায় নিয়ে যায় উড়ে।
নিষ্পত্র বিটপী রহে নিথর দাড়িয়ে রিক্ত শাখা লয়ে
শীর্ণ নদী নিরাবরণ তরুলতা বসন্তের হাতে দিয়ে
তুলে, শীত যায় চলে অনাবৃত বনশোভা ফেলে
উদাস উন্মুন বায়ু আর সকরুণ আবহ মেলে।
আসে বসন্ত দাখিনা মলয় সাথে উদ্দাম স্রোতে,
বাঁধ ভাঙা উল্লাস ভরে সাজ সজ্জার উছল পরতে।
রাখি যৌবনের উন্মাদনা হিল্লোলে কল্লোল তুলি,
বসন্তের চনমন বায়ে হিয়ামনে উঠি দুলি দুলি।
মহীতলে বনশোভা মেলি বসন্ত শীতের শেষে,
দখিন আঙিনায় দাঁড়ায় এসে নববধু বেশে।
আনে নানা ফুলসাজ, অঞ্চলে সুশোভিত কিশলয়,
চপল বাতাসে নাচি নাচি নন্দনে হইয়া তন্ময়,
মন্দার বেনুর সুবাসে উচ্ছ্বাসরসে ভরি গাহে
যৌবনের সংগীত মর্তের প্রিয় মাধুর্য গানে, তাহে
তুলে ঝংকার সুরে সুরে কত সংগীত নির্ঝরে,
দুলে উঠে ছন্দভরে শ্বেতপদ্ম সম মানস সরোবরে।
পলাশের রক্তিম রঙে মধুকর উঠে রে গুঞ্জরি,
বায়ুভারে আলোড়ন তুলে শান্ত আশোকমঞ্জুরি।
লতায় তরুশাখে বিকশিত হয় বসন্তের ফুল,
বিদ্রুমদল জেগে উঠে কানন তলে পিক কুল
অস্ফুট কাকলী রবে, মুখর করে ফাগুন আগমনে
কুলায় ঘুরি ঘুরি, করুণারসে ভরি বিকচ ফুল বনে।
স্মিতশুভ্রমুখী, দিবা- প্রদোষের তরুণী-রজনীগন্ধা

উৎগ্রীব উন্নমিতা একান্ত কৌতুকী, যৌবন কাব্যগাথা,
পাতার আড়াল হতে, সন্ধ্যালোকে আকুল সংকোচভরে,
ফাগুন কানন তলে বিকালে যৌবন সরসীর তীরে।
কি মধুর সুহাসে, চপল নয়নে সাজায় সাজি,
চিরন্তন অনন্ত যৌবনের লয়ে নব পুষ্পরাজি।
দিনান্তে গোধুলীর বাঁশবীর রাগে উন্মদ পবনে,
ক্লান্ত বিকেলের সুবর্ণ সদিরায় মজি কম্পিত চরণে,
সযত্ন স্নেহসিক্ত নীরে জানায় বাসনার কাহিনী,
নিবিড় নিকুঞ্জবনের বিকশিত উচ্ছ্বাসের সুনির্মল বাণী
দিয়ে। বাতায়নে ধ্বনিত বসন্ত উৎসবের সুর,
আনন্দের জলসা মেলি গাহে সহস্র বছরের
আগে কুটির প্রাঙ্গনে মধুমাসে যে সংগীত গীত
হয়েছিল বসন্ত ফুলবনে। আজি পুনঃ সদ্যোজাত
মল্লিকার মালা হাতে লয়ে, সুরভিত পুষ্পরেণু ছুঁড়ি,
আজো সেই বসন্ত বর মাল্য গলে, আসে ঘুরি ঘুরি।
তাই আজি বনে বনে নন্দনের দখিন জানালা মেলি,
মত্ত নাম না জানা নায়িকার নিবিড় উচ্ছ্বাসে দুলি।
অগণ্য চুম্বন রেখায় যৌবনের মদির মদিরায়
প্রতি বছরে প্রাচীন দিনের বিস্মৃত কথা, ধরায়
গোলাপের রক্ত পত্রপুটে, সুস্মিত কুসুম গন্ধে,
সুমধুর উচ্চহাসে, কলস্বরে আনি, বসন্তে বসন্তে।
বসন্তে কিশলয়ে উঠে নৃত্য বনে বনে গেয়ে উঠে গান,
শিমুলের রক্তিম আগুনে তাই যত আয়োজন,
অরণ্যের উচ্ছ্বাসে স্বপ্নছবি সম মধুর ফাল্গুনে
স্বপ্নের ভেলায় ভাসি বছরান্তে ফিরে দিন গুণে গুণে।
মধুর ফাল্গুনে ফুলে ফুলে নিকুঞ্জের বর্ণছটায়,
উদয়াস্তকালে শূণ্য নীলাম্বরে রক্ত রশ্মি টিকায়,
আনে ছন্দ অরণ্যের মর্মরে সমুদ্রের তরঙ্গে নিতি
নৃত্য তালে সদা মন্ত্ররবে। দখিনা মলয় গীতি
উচ্চারে অরণ্যেরে করি আবর্তন, দিবস শর্বরী

আনন্দ উল্লাসে ঋতুমাল্য হাতে মাথে উতলা উত্তরী
পরে। শেষ বিকেলের আলো জ্বেলে প্রতিদিনে যায় চলে,
ছায়াঘন বেণুবনে গুপ্ত সংবাদ কয়ে, সন্ধ্যাকালে
রবি। দিবসের তপ্তরৌদ্রে উত্তপ্ত যৌবনমোহে চপল
বসন্তোৎসবের মত্ততায় নব পুষ্প পল্লবে হিল্লোল
তুলি, দিকে দিকে বনে বনে, মনে মনে যে আবীর ছড়ায়
রঙে রঙে, পুষ্পে পুষ্পে মর্তের মিলনমাঙ্গল্য মেলায়।
সে এক অপূর্ব আয়োজন পুষ্প কিশলয়ের সমারোহ,
বছরে কদিনের তরে মন্দার রেণুর যে আবহ
উচ্ছ্বাসরসে ভরি ভূবনমোহন রূপের অবারণ
যে ধ্যানভরা ধন, বসন্তের আগমন, ছাড়ি আভরণ
আসে ছন্দোবদ্ধগীতে রিকত্‌ভার বৃক্ষশাখে ধরিত্রীর
বুকে বারে বারে, কৃষ্ণচূড়ার মাধবী মঞ্জরীর
অজস্র মোহমুগ্ধভারে সারা অনন্ত নীলাকাশ তলে,
নানা বর্ণের সুবিন্যস্থ সজ্জার তুমুল কোলাহলে,
অনির্বচনীয় মাতামাতির সে এক অপূর্ব আয়োজন,
মৃদুমন্দ বায়ুবেগে লভে যার যত প্রয়োজন।
আসে পুষ্প প্রাচুর্যের লগন, প্রকৃতির বুকে বুকে
মেতে উঠে আকাশ-বাতাস, পাপিয়া আনন্দে পুলকে
গেয়ে উঠে বসন্তের বিজয় গাঁথা বৃক্ষশাখে বসি
দলে দলে, গানে গানে সোল্লাসে ঝাঁকে ঝাঁকে আসি।
কল্পনার বর্ণনার এত সুধারস সব কবিতা ঘিরে
কবিতার অঙ্গনে, অনিন্দ্য বসন্ত সম তাই আসে ফিরে
কত রূপের, কত সমাহার লয়ে কবিতার আঙিনায়
কথার লালিত্য নির্মল মাধুর্য আসে স্বচ্ছ মমতায়।
কবিতা নাহি হলে এত লয়, এত ছন্দ, রস অলঙ্কার
লয়ে কে গাঁথিত মালা শব্দে শব্দে সুরে সুরে বার বার ?
তাই কুসুমের যত শোভা লাবণ্য বিকশিত নাহি হলে,
পৃথিবীর যত রাগ অনুরাগ কবিতায় না রচিলে,
শ্যামল বনানীর এত মোহমায়া তার গহন তলে,

হৃদয়ের ললিত বৃত্তি যদি মরমের মর্মমূলে,
প্রাণের মোহ মায়া স্নেহ মমতার অজস্র ঝর্ণাধারা,
প্রকৃতির লীলাখেলা নাহি হলে বাধনহারা,
তবে কথার এত মঞ্জিমার রূপ, রং কে দিত আনি,
যদি কবিতার সুরে, লয়ে, ছন্দে না রচিলে বাণী ?
তাইতো কবিতা তুমি কল্পনার বিলাস নিভৃত চারিণী,
পূর্ণিমার অনবদ্য চাঁদিমা, তুমি মায়াবদ্ধ মধুযামিনী,
নন্দন মনোবনে তুমি সন্ধ্যার পূরবী রাগিণী,
তোমার রূপ লাবণ্যে নিতি মোহমুগ্ধ দিবস রজনী।
মনের নন্দন বিবরে তুমি নিতি কল্পনার নির্ঝর,
অনাদি অনন্ত আলোক বর্তিকায় অনির্বাণ ভাস্বর
জ্যোতিষ্ক। পুষ্পিত কুঞ্জবনে উন্মন চপল মলয়,
হৃদি সরোবরে তরঙ্গ জাগানো নিতি উচ্ছ্বাসময়
স্বর্গীয়, সুষমায় ভরা মন্দাকিনীর তীরে নন্দন কানন,
মন্দার মদির রসে ভরা ষোড়শীর সলাজ নয়ন,
অজস্র বর্ণছটায় ঝলমল অপরূপ মানিক রতন,
অনুরাগে ভরা অপার মনোহরা তব লীলাচঞ্চল মন।
গিরিপ্রান্তর বিস্তৃত লীলায়িত চির সবুজ বনানী,
ছলছল কলস্বরে বহমান শৈল পাদদেশে তটিনী।
প্রভাত রবিকরে স্নিগ্ধ বায়ে সুললিত পাখীর ডাক,
একান্ত প্রভাতী সংগীতের তুমি মনোময় রাগ।
ভাবনার উদয় অস্তাচলে তুমি চির রবি শশী,
ভাষার আল্পনা এঁকে যাও সদা বেদীমূলে বসি।
বিলাসের স্বপ্নরথে তুমি নিতি নব অনুধ্যান,
কবির হৃদয়ের নিভৃতে রহি সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান।
তাই তুমি কবির হৃদয় অঙ্গনে প্রীতি প্রেম সঞ্চারিনী,
অলস দুপুরে তুমি বহমান জীবন্ত তরঙ্গিনী।
প্রেম প্রীতি লীলাভূমে তুমি চির কল্লোলিত কল্লোলিনী,
প্রেমের আরাধ্য আরতি আর মদির মালিনী।
জীবন সংগীতের তুমি সুর সপ্তক সুরের স্বরগ্রামে,

নীরবে একান্ত সাধক সদা শাহানা উদারা তানে।
তাই তুমি স্বার্থক কবিতা, আছে যতি, ছন্দ, অন্ত্যমিল,
গদ্য কবিতায় হেরি অন্ত্যমিল নহে কভু সাবলীল
তাহে কবিতা ভাবিতে পারিনি আমি অন্ত্যমিল বাদে
মুক্তক ছন্দ বহু শ্রেষ্ঠ ভেবেছি গদ্যছন্দের নিনাদে
তারও পরে হয়েছি স্তম্ভিত রবী ঠাকুরের গদ্য ছন্দে
মুক্তক পেরিয়ে গদ্যছন্দ লহর তুলেছে কত স্বচ্ছন্দে।
এনেছিল গদ্যছন্দ মধুসুদন অমিত্রাক্ষর ছন্দরূপে
হল গৈরিশ আর মুক্তক নামে রবী ঠাকুরের হাতে।
অবশেষে মুক্তক পেরিয়ে চলে গেল গদ্যছন্দে
অন্ত্যমিল বাদে ছন্দের তালে চলিল দিক দিগন্তে।
তদবধি কে আছে ধরায় তার গতি রোধিতে পারে ?
তার সাবলীল অনবদ্য স্রোতে ছুটিছে দিক দিগন্তরে।
"পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, শ্যামলী" এলো একে একে গদ্যছন্দে
মিশে গেলো সবার আদর্শে স্বার্থক প্রয়োগের আনন্দে।
যেন কাঁকনের বদলে হাতঘড়ি, মলের বদলে জুতা,
ব্লাউজের বদলে শার্ট, আর ঘোমতার বদলে ববকাটা।
যেন অঙ্গসৌষ্ঠব নাই, আছে অফুরান কমনীয়তা,
নাই পদ্যের অন্ত্যমিল, আছে স্বেচ্ছাবিহারী স্বাধীনতা।
তাই বিশেষ ধ্বনিগুণ সাথে তরঙ্গিত ছন্দস্পন্দনে,
মুক্তক এর ধারায় সদামুক্ত কবিতার অঙ্গনে,
পর্বতার অসম, নাহি যতি আছে আবেগের হ্রাস-বৃদ্ধি,
অর্থের পরে হয় পর্ব বিভাজন, রাখিতে পর্বসঙ্গতি
তার ছন্দোধ্বনি নহে নিরূপিত বরং অনির্দিষ্ট,
সলজ্জ অবগুণ্ঠন নাহি তার অধিকার অসংকুচিত।
গদ্য ভাবনা চিন্তার নির্বাচিত যুক্তি নির্ভর বিকাশ,
আর পদ্য ভাষায় এক ব্যঞ্জনাত্মক সুষ্ঠু প্রকাশ।
শব্দের সুপরিকল্পিত বিন্যাস গদ্যের অনিবার্য রূপ,
যথার্থ শব্দের সজ্জায় অবশ্যম্ভাবিতা পদ্যের স্বরূপ।
রবী ঠাকুর বলেছেন, ' হে দিব্যরাগিনী কামনা সুন্দরী,

জন্মেছিলে কোন খর্জুরকুঞ্জে গৃহহীনা মরুবাসিনী
মাতৃক্রোড়ে ? বেদুইন দস্যু পুষ্পকোরক সম
ছিনে নিল বনলতা হতে, বিদ্যুৎসাহী অশ্বে অনুপম
শক্তি লয়ে কোন জ্বলন্ত বালু পারবার পার হয়ে
রাজপুরীর দাসী হাতে দিতে অগাধ মুল্যের বিনিময়ে
"যবে ভাষা সুরমাধুর্যে জাগায় অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা
গদ্যের কঠোর সীমানা পেরিয়ে রচে কবিতার দ্যোতনা
শব্দার্থময় দেহ তাতে ভাবে স্পন্দনে হয়ে যায় কবিতা
অনুভুতি স্নিগ্ধ বিমল ঔদার্য জাগায় ছন্দমধুরতা।
বলেছেন" সিডনী "। কাহিনী আর তার কল্পনা পাই মোরা
কবিতার অঙ্গনে, সুন্দর আর মনোময় রূপে। সারা
কল্পনার কোমল স্পর্শ, সুরভিত আর রূপময়
হয়ে উঠে কবিতার ছোঁয়ায় হয়ে উঠে একান্ত বাঙ্ময়
কবিতার ভাব হয় রূপ, অদেহী দেহ তিক্তে অমৃত আনে
ভাব হতে রূপে সঞ্চরণে তাই উল্লাস জাগে গানে,
আবেদন তার চিরন্তন, অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য চেতনায়
পঞ্চসুর রাগিনীর তান বাজে তায় অনাদি অনন্ত কামনায়।
তাই বিজ্ঞান দর্শন বিচারে যে সত্য তাহা নিরেট সত্য
কবির কল্পনার যে সৌন্দর্য জাগে তা সুধারস তথ্য।
আজি দেখি পদে পদে কবিদের হৃদয়ের সরসী নীরে,
উত্তাল হিল্লোলে কল্লোল তুলে গদ্য কবিতার সুরে,
তারা আধুনিক তারা নব্য যুগধর্মের অকুটোভয় পথিক,
তারা সবে যে পথে করিছে বিচরণ তা হবে স্বার্থক সঠিক
সবে যদি চাহে গদ্যের ছন্দে গেয়ে যেতে গান,
আমি কেন বর একা ? কবিতার রাজ্যে হতে আগুয়ান?
তাই আজি বেলাশেষে আনন্দ আন্দোলনে করিলাম পণ,
জীবনের বাকি সঞ্চয় মোর তাহাতে করিলাম সমর্পন।

-০-

অবাঞ্ছিত

কিবা অবশেষ আছে তব,
অর্থ, ধন, দেহবল ?
প্রাণের ক্ষীণ স্পন্দন তির তির করে বাজে শুধু আজ
তুমি এবে দ্বৈরাজ্যের অধিবাসী
একদিকে তোমার নিস্তেজ জীবনের শেষ লীলা,
অন্যদিকে অমোঘ মৃত্যুর সমুচ্ছেদ আকর্ষন,
বীণাতন্ত্রী যাবে ছিড়ে
জলসাঘর পড়ে রবে খালি,
নীলাদ্রিসম তুমি অথর্ব
সমাজে পরিবারে তোমা প্রয়োজন,
অনেক আগে গেছে ফুরিয়ে ।
ওজঃ তব হলো অবসান ,
চোখে নামে পিঁচুটি,
নাকে ঝরে সিকনি ,
তাই তুমি আজি ঘৃণ্য কদর্য
কোন পিছুটান তোমার
থাকিতে পারে না আর
কর্তব্য তোমার করেছ সমাপন
লাচাড়ী হয়েছে উৎসাদন
একান্ত আনন্দ ভরে লহ প্রস্তুতি
গাঁট বাঁধা ছেড়ে
লঘু পদভাবে হও আগুয়ান খেয়াঘাটে।
নামিতেছে রাত্রি আধারিয়া ধরণীরে,
ওরে নিস্তব্ধ জগতের নিরলস যাত্রী,
হীম শীতল থাবা করিয়া বিস্তার
আসিতেছে সম্মুখে মুখ ব্যাদান করি,
তোমারে গ্রাস করিবারে।
ধন নাহি আর অপরে বিলাতে,
নাহি তেজ শক্তি যোগাতে,
তাই আজি তুমি শুধু আর্বজনা সম –
সমাজে পরিবারে তাই অচ্ছুত জঞ্জাল অবাঞ্ছিত ।

-০-

শরৎকাল

শরতের শুভ্র মেঘ ভেসে চলে আনমনে,
বরিষণ শেষে লঘুভার হয়ে,
সাগরের বাণী লয়ে হিমালয় দেশে যেতে
সবুজ-শ্যামল বনানীর পরে বিরহ কাতর মনে।
শ্যামল প্রান্তরে আলো ছায়া ফেলে,
লুকোচুরি খেলে যায়;
কি যেন কয়ে যায় কানে কানে, চুপি চুপি
অলস মন্থর ছন্দে নিরুদ্দেশ পথে।
বর্ষণ ধৌত নীরজা নীলাম্বরে অজস্র নীলের মেলা,
মহীতলে নদীতটে কাশফুলের অপূর্ব সমাহার,
অনুপম শ্রী লয়ে বসে যেন রূপের হাট,
বেলা-অবেলা, সারা বেলা,
বাতাসে ছড়ায় শিউলী ফুলের সুবাস দিগ দিগন্তে,
মনোলোভা সুরে, ছন্দে, লয়ে,
দ্বিপ্রহরে, বিকালে, নিশীথে,
কোন দিন দিবাশেষে ক্লান্ত সন্ধ্যায়।
অনন্ত নীল শোভা শারদ আকাশে,
মেঘের অবগুণ্ঠন ফেলে
নীল শাড়ীর আঁচলে ঝলমল করে সর্বাঙ্গ,
ভূতলে শ্যামল বনানীর বিচিত্র সমারোহ,
অন্তহীন মনোহরা লীলায়িত ছন্দ আকাশে বাতাসে।
শারদ প্রভাতে প্রকৃতির মধুর মূরতি
প্রাণে মাতন তুলে, অপরূপ মহিমা ছড়ায়,
তার অমল শোভা হৃদিমনে আনে শিহরণ,
দৃষ্টির সীমানায় যেথা আকাশ মাটি করে কানাকানি,
মন চাহে পাখী হয়ে ডানা মেলে,
উড়ে যেতে সেই মিলনের তীরে।
ধন্য হে ঋতুরাণী শরৎকাল,
দিবাশেষে সূর্যাস্তে পশ্চিমের ভালে,

বিচিত্র রঙের আবীর ছড়ানো মেলা,
স্তরে স্তরে রঙে রঙে অনুপম রূপের মাধুরী ঢেলে,
যেন কোন শিল্পীর মনোময় আল্পনা,
পটে এঁকে রেখেছে দেয়ালে টাঙিয়া;
সযত্ন আগ্রহভরে, আনন্দ উদ্বেল চিতে।
সন্ধ্যার প্রশান্ত মন্থর গগণে
প্রকৃতির হিমেল হাওয়ায় জাগে হিল্লোল,
স্বচ্ছ নীল আকাশের তলে সুক্ষ্ম রূপালী আবরণ
মৃদুমন্দ বাতাসেরা ধেয়ে যায় কচি ধান ক্ষেতের বুকে,
দুলি দুলি ঢেউ তুলি তুলি,
উন্মত্ত আনন্দ উল্লাসে, অপরূপ সৌন্দর্যের আবেশে,
অশ্রান্ত পদচারণায় বৃষ্টিধোয়া আকাশ তলে,
ধূসর আলোর ঝিলিমিলি দিগ্বলয়ে,
যেথা খন্ড মেঘ পৌছে দেয় হৈমন্তীর বারতা
লীলায়িত ছন্দে, সুললিত গীত-বাদ্য-তারে,
নিপুন মালাকারের মালিকা হাতে
রাতের আধাঁরে ঝরা শেফালীর।
রূপালী জোৎস্নার অপূর্ব বন্যা
ফুলপরী, ঘুমপরী নাচের মাতন তুলে
ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় উপচানো চাঁদিমায়,
দলে দলে, ছন্দে ছন্দে,
নির্মল পরিচ্ছন্ন নীল আকাশ গাঙে,
মাঝে মাঝে ঝাক বেধে, কখনও একা
শুভ্র খন্ড মেঘ উদাস মনে ভেসে যায়
কোন দূর অজানায় মোলায়েম মধুর স্বচ্ছ আলোর স্রোতে।
স্নিগ্ধ আমেজ জড়ানো অপরূপ শরৎ
বর্ষচক্রে এসো ঘুরে বারে বারে
বনশোভা মেলি, প্রকৃতির অপরূপ লাবণ্য ঢালি
বনে-উপবনে, ঘন বিটপে, প্রান্তরে
নদীস্রোতে মধুর কলনাদে
মেঘমুক্ত অসীম নীলে, সাদা বকের ডানায়

উদয়াচলে কচি সোনা রোদে;
অস্তাচলে সিঁদুরে মেঘের আঁচল চিড়ে,
অস্তগামী সূর্যে ম্রিয় ম্লান উঁকি দিয়ে,
আর গলিত স্বর্ণে আকাশ ভরে দিয়ে।
সবুজ পাতার সমারোহে,
মোহ মুগ্ধতার আবেশে ভরে,
দখিন খোলা বাতায়নে চুপি চুপি কানে কানে,
আপনার আগমনী উচ্ছ্বাস রসে,
ধরণীর মৃত্তিকার ছন্দোবদ্ধ সুরে
আঙিনায় এসে বারে বারে উদাসী গান গেয়ে যেয়ো।

-০-

ফুল

স্মিতহাস্য মুখে উন্নমিত পাপড়ি মেলি বৃক্ষ শাখায়,
আনন্দ তরঙ্গে দোদুল দোলায় নাচি উল্লাসিনী বায়।
থোকায় থোকায় ফুটে বহে তরু শাখে পল্লবছায়ায়,
আধো আলো অন্ধকারে বসন্ত বাতাসে কার অপেক্ষায়,
এ মাটির আবাসে জাগি শব্দহীন স্বরে সাঁঝের বেলা,
স্মরিল বহু পূর্ব কথা, মৃত্তিকার খেলাঘরে নিরালা
রহি একা একা। কত যুগ যুগান্তরে সায়াহ্নের বেলা,
তরুর তৃণের সবুজ হরিৎ বর্ণে মজিয়া একেলা,
আলোকে, আকাশে মিলে এ নিখিলে অনন্তের বাণী লয়ে,
উচ্ছ্বলিত উচ্ছৃঙ্খল সমীরণে বসন্তের লীলা বয়ে
মত্ত উদ্দাম কুন্তলভার সসং কোচে সংযত করি,
দূর নীলবনান্তে বিহঙ্গ সংগীতে পথ অনুসরি
চিহ্নহীন মল্লিকা গন্ধের মতো রেণুর রেখায়,
অদৃশ্য স্বপন লইয়া অহর্নিশী শোভাময় কায়ায়,
রচে যাবে শোভা যুগে যুগে আম্রমঞ্জরীর গন্ধোচ্ছ্বাসে,
বসন্ত-পঞ্চমে শুক্লার প্রতি সন্ধ্যায়, শান্ত গৃহদ্বারে।
সেই আদি প্রভাতে, প্রথম নবীন বসন্ত যৌবনে
পলাশের কিশলয় দলে, বনের মর্মর ধ্বনি সনে।
অপূর্ব আনন্দরূপী নব বধু সম গুণ্ঠনের তলে,
অভিমান তাপহীন মনে সানন্দে সংকল্প নিয়েছিলে,
ফিরে ফিরে বনে বনে আসিবে নব নব বেশে;
প্রাণের মোহে নির্মল আদিছন্দ লয়ে নব নব দেশে।
আজো সেই স্রোত টান বহিছে অবিরাম প্রাণস্পন্দনে,
উদ্ভ্রান্ত সমীরে, তরঙ্গিত উচ্ছ্বাসে, মধুপ গুঞ্জনে।
আজি তাই ঋতুতে ঋতুতে মত্ত সংগীত উৎসাহে,
রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধে আর অনাদি উৎসের প্রবাহে
রেণুলিপি লয়ে মুকুলে মুকুলে ফুটিবার উল্লাসে,
প্রজাপতির পাখায় পাখায় গোধুলীর নিস্তব্দ আশ্বাসে।
সৃষ্টির বিচিত্র রঙীন বসনে মানবের লোকালয়ে
অনাবিল সুমঙ্গল প্রভা আর ভাবমদ রস লয়ে,

দিনান্তবেলায় দিকপ্রান্তে নামা ম্লান অন্ধকারে,
নির্ঝরের নিঃশব্দের নিস্তব্দ গর্জনোচ্ছ্বাসের সাগরে।
বাক্যহীনা সদাব্রত রচি অনিত্যের নিত্যপ্রবাহিনী,
তরুণীর লজ্জাভয়ে নতা তার ভাগ্যভীরু তরীখানি
সর্বোন্নত সর্বোত্তম নির্ধারিত বৃত্তি লয়ে চিত্ত মাঝে,
প্রাণ দিয়ে ভরা বুকে ক্লান্তিহীন প্রত্যাশার দীপ খোঁজে;
মেঘছিন্ন নির্মল রৌদ্ররাগ আনন্দ কটাক্ষচ্ছটায়,
সুরভি বিলায়ে মাধুরী ছড়ায়ে উদাস উন্মন বায়,
সৌরভ বিহ্বল শুক্ল রাতে চাঞ্চল্য বিস্তারি চর্তুদিকে
সোহাগ বিলায়ে সবে সদাহাস্যমুখে সদালাস্যমুখে,
যুগে যুগে বিলাইবে সবে এই তার একমাত্র আশা,
অনাদি অনন্ত কালের নিরন্তর নিষ্পাপ ভালোবাসা,
তাহে আজি শোভা পায় ফুল দেবতার চরণের তলে,
ষোড়শীর বিন্যস্ত খোঁপায় নববধু নববর গলে,
পরক্রম পরাক্রান্তের সুশোভিত বরণের ডালায়,
মদির মাধুরী ঢেলে গাঁথা সুশোভিত ফুলের মালায়।
মধুকর গুঞ্জরে আসি পরাগ খুঁজিবার ছলে,
সুললিত ফুল শাখে ডাকে দিনমান পাখী দলে দলে।
হে ফুল, স্বার্থক তোমার সুশান্ত স্মিত সুধাভরা মুখ,
সুসৌম্য লাবণ্য প্রবাহে নিষিক্ত অনাদি অনন্ত সুখ।

-০-

বিজয় দিবস

বিজয় দিবসের মান হবে পরিম্লান
যদি নাহি হয় তার যথার্থ সার্থক রূপায়ন,
সর্ব পাঙ্কিলতা ঝেড়ে ফেলে,
বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে,
লাখো শহীদান যে স্বপ্ন সৌধ গড়িল প্রাণান্ত মমতায়।
আজি তারে অনুষ্ঠান সর্বস্ব রূপে শুধু করিলে অনুরঞ্জন,
শহীদের আত্মার প্রতি করা হবে প্রচন্ড অপমান।
তাই বাঘডাসা হয়ে বাগাড়ম্বর নহে আর,
অন্তসারশুণ্য কদর্য মনের কদর্থ পরিকল্পনাও নহে,
আজি এই মহান দিবসে এই হোক প্রত্যয়,
শ্রেণীভেদ, জাতি ভেদ হবে নির্মূল উৎপাটন,
যত পাপ-তাপ-গ্লানি নির্মোচ্য হোক বিমোচন।
হয় যেন এই দীক্ষা, লভি যেন এই শিক্ষা
বিজয় নহে শুধু পরাধীন নাগ-পাশের
এ বিজয় অন্যায়ের, অত্যাচারের, অবিচারের,
অকারণ অহংকারের বিরুদ্ধে।
তাই আজি পবিত্র দিবসে
এই হোক অঙ্গীকার;
নহে শোষণ আর বঞ্চনার অভিশাপ,
হীন, নীচ জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা হোক সমূলে উৎসাদন,
প্রীতি-প্রেম-স্নেহ সুকৃতিতে ভরে থাক অন্তর।
দুর্যোগে দুর্দিনে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে,
থাকি যেন এক সাথে
মৈত্রীর সাম্যের প্রশান্ত পতাকা তলে।
এ বিশ্বের দেশে দেশে দিশে দিশে,
বিঘোষিত হয় যেন মেঘমন্দ্র রবে
বাংলার মানুষের মানবতার,
সাবলিল অনবদ্য বিজয়ের জয়গান,
আর বাঙালীর কীর্তিগাথা রহে যেন অনির্বাণ।

-০-

জুম্ম

জুম আমাদের প্রধান জীবিকা
তাই আমরা জুম্ম।
কোন উচ্চাভিলাষ জুম্মর ছিল না কোনদিন,
নীলরঙা আকাশচারী স্বপ্নও কভু দেখেনি জুম্ম,
ভাঙা ইজোরের সাংপয্যা কেদাকতুগের পরে বসে
পুরনো বিরবিয্যা রাঙচ্ছ্যা বাঁশডাবায় তামাক সাজিয়ে
চোখ বন্ধ করে সুখ টান দিয়ে
তৃপ্তিতে গালভরা ধোঁয়া ছাড়তে পারলেই,
সুখী ছিল এই জুম্ম জাত।
কিন্তু মহাকাল জুম্মর এই আজন্ম সংস্কার
অতি কুটছলে গুড়িয়ে দিল একে একে সব
আজ জুম্মর ঘরে শুধু নেই নেই হাহাকার।
ভাত নেই, শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, বাসস্থান নেই,
জীবিকার একমাত্র সম্বল জুমের জঙ্গলও নেই।
অতি অকপট, অতি সহিষ্ণু জুম্ম জাত,
উনিশ শত ষাট এ ঠকেছিল পাকিস্তানের কাছে।
বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিবার অঙ্গীকারে
কর্ণফুলীর কাপ্তাইয়ে দেয়া হল বাঁধ,
হাজারে হাজারে নিজ ভূমি ছেড়ে উদ্বাস্তু হল
পর্বতের চূড়ায় গহন অরণ্যে।
অপচিকির্ষু পাকিস্তান সরকার
শুরু করে দিল অর্নিবচনীয় অভূতপূর্ব অত্যাচার।
উনিশ শত চৌষট্টি সালে
সত্তর হাজার জুম্ম শরণার্থী হল ভারতে,
যাদের একাংশ আজো পায়নি নাগরিক অধিকার।
উপনিবেশবাদী অবিমৃশ্যকারী পাকিস্তানের নখড়ের থাবা থেকে
স্বাধীন হলো বাংলাদেশ, উনিশ শত একাত্তরে।
আকাশ-বাতাস মুখরিত হলো জয় বাংলা উচ্ছ্বসিত রবে,
জুম্ম চেয়েছে মানুষের অধিকার
আধিপত্যবাদী ক্ষমতাবান অতীত স্বচ্ছন্দে ভুলে বললো

এ ধৃষ্টতা, এ অন্যায্য প্রগলভতা, এ নহে সহিবার
শুরু হলো ঠোঁট উল্টিয়ে
নিপীড়নের অবিমিশ্র মহাপ্রলয়ঙ্কারী অভিসম্পাত
উনিশ শত ছিয়াশীতে আর একবার দেশান্তরিত হল।
কুটনৈতিক আলোচনায় রফা হলো,
বার বছর প্রবাস খেটে ফিরে এল নিজ ভূমে।
উনিশ শত সাতানব্বইয়ে হল দলিলসর্বস্ব শান্তিচুক্তি,
কিন্তু আজো অনেকে ফিরে পায়নি ঘরভিটা।
হারিয়েছে জঙ্গল থেকে কাঠ আহরণ
আর নিজভূমে অবাধ বিচরণের অধিকার
হারিয়েছে জুম, জঙ্গল, জমির অধিকার,
আজ আর মোনোঘর নেই তার,
মেয়েরা আজ সর্বত্র ধর্ষনের ভয়ে সন্ত্রস্ত,
পুরুষেরা মিথ্যা মামলার ভয়ে ম্রিয়মান।
মানুষের মনগড়া বিধির বিধানে
জুম্ম আজ নিজভূমে পরবাসী।
তার জমিতে আজো লাঙ্গল চষা হয়, পাকা ধান কাটা হয়,
জুম্ম পাহাড়ের চুড়ায় রোদে বসে
অবাক [redacted] নয়নে শুধু শোভা দেখে,
বিদীর্ণমান রুদ্ধশ্বাস হাহাকারে ছাড়ে,
রোরুদ্যমান চোখের লোনা জল
ঘামে ভেজা কাঁধের ছেড়া গামছায় মুছে,
আর বিজোগের কথা স্মরণ করে।

-০-

শব্দার্থ ঃ ইজোর = মাচাং ঘরের সাথে সংযুক্ত সামনের খোলা মাচাং, মই দিয়ে প্রথমে ঘরের যে অংশটা পাওয়া যায়, কাপড়, ধান ইত্যাদি তাতে শুকানো হয়ে থাকে। সাংপয্যা = আর্দ্র জায়গায় (বিশেষত লোনা জলে) ময়লা লেগে যে দাগ পড়ে। কেদাকতুক = ইজোরে ব্যবহৃত বংশদন্ড সমূহ। কেদাকতুগ = সম্বন্ধ পদ (কেদাকতুক এর) বিরবিয্যা = মৃসণ (অনেক দিনের ব্যবহারের ফলে) রাঙচ্ছ্যা = ঈষৎ লালচে আভাযুক্ত। বাঁশডাবা = বাঁশের তৈরী হুকা। মোনোঘর = জুমে নির্মিত অস্থায়ী খামারবাড়ী। বিজোক = ইতিবৃত্ত। বিজোগঃ = সম্বন্ধ পদ (বিজোক এর)

অহংকার

দুর্লঙ্ঘ্য দুর্বিনীত আত্মশ্লাঘায় আনে অহংকার,
বাড়ায় ধৃষ্টতা, নির্লজ্জ প্রগলভতা।
সুমঙ্গল বিধায়ক ঔধার্য হয়ে যায় ক্ষীণপ্রভ,
অনুকম্পায়, কল্যাণে, ক্ষান্তিতে আসে কপটতা
তুচ্ছজ্ঞানে সর্বজন প্রশংসিত কর্ম হয় অনাদৃত।
হেয়জ্ঞানে সর্বত্র করে নিরূপন,
শ্রেণীভেদ আনে মানুষের মানুষে,
ঠোঁট উল্টিয়ে কথা বলে অনাহার ক্লিষ্টদের সাথে,
ঘৃণাভরে দূরে ঠেলে দুর্ভর দুঃখীজনে।
অবাঞ্ছিত চঞ্চলচিত্ত আনে অক্ষয় অনাসৃষ্টি,
চিত্তের সুকুমার বৃত্তিগুলির হয় অপঘাটে মৃত্যু।
হিতাহিত জ্ঞানহারা বদ্ধ উন্মাদসম
অযথার্থ ধারণাবশে প্রলাপ বকে যথাতথা;
অতীত আর ভবিষ্যৎ ডুবিয়ে দেয় বিস্মৃতির অতলে,
এই এখনের ধূম্রজালে ঢাকা পড়ে সব
দূরদৃষ্টি সঘন কৃষ্ণ মেঘভারে হয় পরিবৃত,
আত্মোন্নতির আদিখ্যেতায় কলুষিত করে নিজেকে।
সম্পদের পরিমাপে মানুষের করে মূল্যায়ন,
উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, অন্ধ সংস্কারে হয় প্রণোদিত;
ক্ষণভঙ্গুর জীবনের অনিত্যতা ভুলে,
আত্মম্ভরি মত্ততায় তরঙ্গিত সংসার পারাপারে
তরঙ্গাভিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে
অনিবার্য মারাত্মক পাপাচারে
ডুবে যায় সমাজের ডাষ্টবিনে
রৌদ্রতপ্ত বালুসম রোষানলে চাহে বিদগ্ধজনে।
তাই হে সজ্জন, কল্পজগতে না করি সঞ্চরণ,
যত কদর্য অলক্ষুণে ভ্রান্তির অপনোদন,
যত পাপ পরিতাপের সমুদ্যমে সমাপন
সমাজের যত ক্লেদ, গ্লানি, অশুচি করি পরিহার
উদ্বেলিত হৃদয়ে নিরুদ্বেগে কাটাই জীবনবেলা।

নীলাকাশ পারাপারে চেয়ে উদার হই,
অনন্ত তারার শতদলে নিজেরে বিকশিত করি,
চিত্তবৃত্তি সংকোচে করি সংযত,
দীন-দুঃখীজনে অকাতরে বিলিয়ে দিই।
যত অপকর্ষ, অনর্থ, দুনির্মিত্ত,
মানুষের যতসব দুরপনেয় কলঙ্ক
শান্তির সুধানির্ঝর সলিলে সিঞ্চিত হয়ে,
মন্দাকিনীতীরে নন্দনকাননতলে, মন্দার সুরভি ভরে
বসন্তরাগে বিহঙ্গসংগীতে উদ্‌গীত হোক মানবতার জয়গান,
চিরপ্রশমিত হোক চিত্তদাহী কদর্য অহংকার।

-০-

কামনা

ফুরিয়েছে শান্তি, অবশেষ শুধু ছলনা, হৃদয়-অন্দরে
প্রাণান্ত মিছে মমতা মাত্র আছে শুধু প্রীতি ইতি চিরতরে।
নিদহারা গেছে কত রজনী ব্যথাভার লাঘব করিবারে,
সকাতর নয়ন মেলি ব্যাকুল মনে চেয়েছিল বারে বারে।
আজি নাই সেই দয়ামায়া কোথা, নাহি আর স্নেহ ছায়া,
দু'টি আঁখীপাতে মিলনদাবানল-খানির সুললিত মায়া।
মেলে থাকে দু'টি আঁখী, হারিয়েছে যে আখীতে প্রেমের ঘোর,
যৌবন হারা জোছনা রাতে সে হাসিটুকু আজি পীড়িত জর্জর।
কাতর ক্ষুধাতৃষাতুর মনে, দিবানিশী অতি সংগোপনে
বিদায়বিষাদক্লান্ত সন্ধ্যার বাতাসে দেখিত ক্ষুধার্ত নয়নে,
অনন্ত আকাঙ্খা পারাবারে সুখস্রোতে ভাসিত হাসির আড়ালে,
দু'টি নয়নের কোনে দৃষ্টিটুকু দেখা দিত প্রণয় লীলাছলে,
মদির হাসিটুকু নাহি আর মুখে, চপল বসন্ত সমীরে,
বিলোল চাহনী তার নাহি কাঁপে আর মদির সদিরা ভরে।
তনিমা তাহার দেখিয়া জাগিত মনে পূর্ব জনমের স্মৃতি,
সহস্র হারানোসুখসুধামাখা জন্মান্তের বসন্তের গীতি।
যেন অনন্ত কালের অনুরাগ স্মৃতি আর নিশীথে প্রণয়ের লাজ,
সেই স্মৃতির স্বচ্ছ পারাবারে জাগিত অসীম গীত উচ্ছ্বাস।
হাসি ছিল, গান ছিল, কামনার আগুনে লীলাচঞ্চল মন,
কুহু কুজনে বসন্ত সমীরণে দোলা, অবিরল চন্‌মন্‌।
মধুর রহস্যময় হৃদয় মাঝে প্রেমের প্রথম সূচনা,
হাতে হাত ঠেকা, সলাজ নয়নে দেখা অজানিত জানাশোনা।
সুখের কাননছায়ে নিরখি তাহারে হাসিয়াছি প্রাণপণ,
কুসুমিত তরুতলে শরমে কভু তুলিতে পারিনি নয়ন।
সেইদিন কবে হয়ে গেছে শেষ, স্বপ্নসম ভাসে শুধু রেশ,
বসন্ত পঞ্চমে গীত সেই শিহরণ ভাবি আজি অনিঃশেষ।
আজ নন্দ্য নন্দনে সে ভাবের উচ্ছ্বাস নেই, নাহি ভাবাবেশ,
আছে নিরুদ্বেগ নিরুৎসুক অবজ্ঞার অপূর্ব সমাবেশ।
ভেঙে গেছে স্নেহনীড় হৃদয় সাগরে জাগিয়াছে বালুচর,
হারিয়েছে মরুপথে জীবনের ধারা, প্রীতিময় মায়াডোর।

সেই ঘনবন শয়ন বিলোল তৃষিত নয়ন আজ আর নেই,
হৃদিকুঞ্জের সতেজ পল্লবে সেই বসন্ত সংগীত নেই।
নবীন যৌবনের গীতোচ্ছ্বাস নেই, ছন্দের সৌষম্য রাগিনী,
অনুরাগে সস্পৃহ সোহাগ নেই, তরঙ্গিত স্নেহ তরঙ্গিনী।
চ্যুত পুষ্প, হৃত পত্রসম অবহেলে পড়ে আছি ধূলী মাঝে
বিষাদশ্রান্ত পূরবীর রাগে আর মন্থর সন্ধ্যার বাতাসে।
তবু আছি আজি মনেতে যাতনা সহি নিশীদিন আশাহীন
আকুলিত বায়ে, মদির বাতাসে লয়ে তন্ত্রীছিন্ন ভাঙা বীন।
হে স্বামী, দীণপ্রাণ দুর্বলের এ লজ্জারাশী পেষণ যন্ত্রণা,
এ মঙ্গলপ্রাতে করহ ছেদন নম্রশিরে এ মোর কামনা,
তোমারে শিরোধার্য করি, মোরে থাকিতে দাও প্রশান্ত আবাসে
শত শুভ চেষ্টার উদার আলোকের মাঝে, উন্মুক্ত বাতাসে।

-০-

নন্দিত বসন্ত

হে অনাদি কালের অনন্ত যৌবনা, আজন্ম সাধনার ধন,
কবিতার জীবনকাব্য গাঁথা পুষ্পপল্লবে করি আয়োজন।
দাঁড়ায়েছ কুটির প্রাঙ্গনে বাসন্তীর আবীর মাখিয়া অঙ্গে
নানা ফুলসাজে ফুল্ল কুসুম কাননে, বনলতা সঙ্গে।
শিমূল, কৃষ্ণচূড়া, অশোক, পলাশের বনে জ্বালিয়া আগুণ,
দিকে দিকে বনে উপবনে রাঙাইয়া উচ্ছ্বসিত ফাগুন।
পিতাম্বরী নববধু বেশে উন্মুদ পবনে হয়েছ উদয়,
চিরন্তন যৌবনের মোহে স্বর্ণ মদিরায় হইয়া তন্ময়।
দূরে ঔই ঘনবনতলে বাজিতেছে বায়ে আশাবরী রাগ,
বাসনার বাঁশরি লয়ে কি আকাঙ্খা কাহিনীর গুপ্ত সংবাদ
দিয়ে যাও চামেলীর আর আম্র মঞ্জুরীর কানে,
যুগ যুগান্তের রক্তরৌদ্রের রঞ্জনে আর উচ্ছ্বাসের গানে।
বনে বনে বাজিতেছে গান, শাখে শাখে কুহু কলরব,
উদ্বেল, উচ্ছ্বল সমারোহে যেন দিশে দিশে উতলিত সব।
ফুলে ফুলে দলে দলে উড়ে সারা দিনমান মধুপ গুঞ্জরি
বাতাসে সুরভি বিলায় অহর্নিশী নিরিবিলি পুষ্প মঞ্জুরী।
বাতাসেরা দোলা দিয়ে যায় কিশোরীর কালো কুন্তলে এসে
প্রাণে শিহর জাগায় কুঞ্জে কুঞ্জে বনে বনে মর্মর নিশ্বাসে।
চম্পার, গোলাপের চমকিত ডালিয়ার উচ্ছ্বসিত উচ্ছ্বাসে,
দোলাইয়া পুষ্প মঞ্জুরী প্রমত্ত বাতাসে বসন্ত সন্ধ্যাকাশে।
তরুলতায় আসে কিশলয় বনে বনে জাগায় নব প্রাণ,
দিকে দিকে বসন্ত প্রবাহে বাজে শুধু জীবনের গান।
শাখে শাখে ফুটেবহে ফুল সুললিত পেলব পাপড়ি মেলি,
লীলায়িত ছন্দোবন্ধে, মনোলোভা তালে, হাসি হাসি মুখ তুলি।
মনোহরা কুহু কুহু রব ভাসিয়া বেড়ায় ভোরের বাতাসে,
কাঁচা সোনা রোদে দিবা, স্নিগ্ধ আলোর আবেশে পূর্বাচলে আসে।
রূপের লাবণ্য প্রবাহে ভেসে যায় ধরণী ফুল উপচারে,
সুশোভিত সুরঞ্জিত বনতলে মোহমুগ্ধ মদালস ভারে।
কি অতুল ফুল সাজ স্বর্গীয় সুষমার অপূর্ব সমাহার,
অনুপম নয়ন রঞ্জিত অন্তহীন সৌন্দর্য্যের পারাবার।

কাছে কি বা দূরান্তরে বিহগ-বিহগী আসি ঝাঁকে ঝাঁকে,
অমল বিভাস রাগে তুলি কলতান আহলাদে মাতিয়া থাকে।
সেই সদ্যজাত আদি বসন্তকালে সেই নতুন পৃথিবীতে,
যে পুষ্পাপাত্রে সাজিয়েছ সাজি আনিয়া জগতে।
আজো সেই পুষ্পমাল্য হাতে লইয়া দাড়াও আঙিনায় এসে,
অগণন কম্পিত চুম্বন ইতিকথা যেথা রহিয়াছে মিশে।
আজো বসন্তে ফুটে ফুল, গাহে পাখী গান দখিন সমীরণে,
স্বর্গীয়, সুষমায় বনশোভা মেলি বসন্ত উচ্চারে অরণ্যে
আগমনী বার্তা, কোকিলের কুহু কলতানে, অলীর গুঞ্জনে,
উন্মতাল সচপল এলো বায়ে, উচ্ছ্বসিত উন্মত্ত ফাল্গুনে।
ওগো চির আনন্দ বিলাসিনী প্রতি বছর ধরণীতে এসে,
দিয়ে যেয়ো অম্লান মাধুর্য নিষ্পত্র বিটপীর শীতের শেষে।
অনিন্দ্য রূপমাধুরী নন্দিত বসন্ত, এসো হৃদি সরোবরে,
অর্চনার বেদীতে বসি, লহ বরণ ডালা নির্মল অন্তরে।

-০-

অমর একুশে

বাংলার ঘরে ঘরে করিয়াছ দান,
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান,
সর্ব পাপপঙ্ক বিঘ্ন টুটে, কৃতাঞ্জলিপুটে,
সসাগরা ধ্বণীরে করিয়া মন্থন,
আনিয়াছ অপার মহিমা কীর্তি,
অযুত নিযুত প্রজ্জ্বলিত দীপালোকে,
বিনম্র আরতির সুশান্ত শঙ্করবে
অস্তগামী সূর্যের কনক কীরিটে,
সর্বশ্রেষ্ঠ ধন;
অশ্রুতপূর্ব চরিতামৃত চিত্রন।
বাংলা ভাষার অতুল অমল দান,
রাখি চির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান,
বিশ্ব ভাষা দিবস রূপে,
ফেব্রুয়ারীর " অমর একুশে "।
শাশ্বত একুশের শহীদান,
রক্তের বিনিময়ে করে গেছে প্রমাণ,
পরপীড়ন কত গর্হিত, জঘন্য,
পরবশ কত ঘৃণ্য,
পরভৃৎ মানবতার কত দুরপনের কলঙ্ক,
তাইতো অকুতোভয়ে বুকের তাজা রক্তে
রঞ্জিত করে লিখে গেছে
অবিস্মরণীয় নাম;
বাংলা ভাষার অমর " বীর শহীদান "।
আজি তাই প্রতি বসন্ত সমাগমে,
কাননে কাননে, পুষ্প বীথিকায়,
নিস্বর্গ সুষমা লয়ে, আনন্দ সুধারসে ভরে
অনাবিল মাধুরী ঢেলে,
লীলায়িত মনলোভা পাপড়ি মেলি,
থোকায় থোকায় বিকশিত হয়ে,
হেসে উঠে নিতি নব পুষ্প মঞ্জরী,

সুস্মিত বদনে, দলে দলে
তরুর লতার শাখায় শাখায়।
গেয়ে উঠে কুহু রবে বসন্ত পঞ্চমে,
সদ্যোস্ফুট পুষ্পের মদির গন্ধোচ্ছ্বাসে,
সারা দিনমান ধরে
ব্যাকুল অন্তরে,
উথলিত মলয় চন্দনে,
বাংলার খোলা বাতায়নে,
আর ছায়া সুনিবিড় প্রশান্ত কুটির প্রাঙ্গনে।
যেন স্মৃতিবার্ষিকী করে উদযাপন
সগৌরবে, সযত্নচযিত নির্মাল্য হাতে,
বসন্ত দূতের উদাত্ত কলস্বরে।
আজি কাটিয়াছে তিমিরময় নিবিড় নিশা,
বীর প্রসবিনী বাংলার বুক হতে।
ছুটে গেছে ঘনঘোর প্রলয়ংকরী সর্বনাশা অমানিশা,
সসংকোচে গুটিয়েছে কালো হাত,
নয়া উপনিবেশবাদের নীল নকশা,
অবিমৃশ্যকারিতার অতি নীচ হীনমন্যতা
লভেছে বিশ্বের তাবৎ মানবজাতি,
আপনার ভাষার স্বশাসন ক্ষমতা,
চিরঞ্জীব করেছে মানুষের ন্যায্য অধিকার।
নির্লজ্জ ধৃষ্টতার নাহি অবশেষ,
স্পর্ধিত প্রগলভতা হয়েছে সমূলে উৎপাটিত।
আত্মত্যাগের সেই গৌরবগাথা মেরুতারা হয়ে,
পদচিহ্ন রেখে যাক দীপক দীপালীতে,
আজি তাই এই আকিঞ্চন,
বীরতের সেই বীরগাথা থাকে যেন চির অম্লান,
মানুষের মনের মণিকোঠায় রহে অনির্বাণ।

-০-

চড়ুইভাতি

নন্দনের দখিন দুয়ার মেলি আনন্দ উচ্ছ্বাসে,
আজি মত্ত বাসন্তী বায়ু উঠিছে মাতি;
বায়ুবেগে তাড়িত উত্তাল উদ্বেল কল্লোল স্রোতে
মেতেছে আয়োজনে প্রিয় চুড়ইভাতি।
অবসর নহে শুধু বসন্তের উথলা আবহে
ফাগুনের উন্মাতাল উচ্ছৃঙ্খল স্রোতে,
অগণিত ঢেউ তুলি হৃদয়ের নিভৃত সাগরে
ভাবনার তরী বেয়ে বসন্তে একান্তে,
দিনক্ষণ করি নিরূপণ, লক্ষ্যস্থল নির্বাচন
সুভলঙের যামিনী বাবুর বাগিচা,
অবসর জীবনের একঘেয়ে কর্তব্য ধারায়
নতুনত্ব পাইবার একমাত্র আশা।
কুঞ্জে কুঞ্জে উপচায় নানা পুষ্প প্রাচুর্যের মেলা
বনে বনে সচপল মলয় চন্দন,
নদীতটে থরে থরে বসন্তের অলংকরণ
স্ফলিত শুষ্ক পত্রের মর্মর ক্রন্দন।
ফেব্রুয়ারীর তেইশ, দু'হাজার আট, শনিবার
সকাল সাতটায় সবার আগমন
হল একে একে। একসাথে স্টীমারে উঠিলে সবে
ঠিক সাড়ে দশটায় হল নির্গমন।
বসন্ত উচ্ছ্বাস রসমত্ত অগণন উর্মিমালা
পড়িতেছে জলযানে সরব গৌরবে,
সরসীর শোভমান দুইতটে নানা ফুলসাজে
বাজিছে বাসনাবাঁশরী, ফুল সৌরভে।
ছলচ্ছল টলটল কলকলে উঠিছে তরঙ্গ
সচপল যৌবন উদ্দাম উল্লাসে,
ঝঙ্কার ঝঙ্কনায় রিনিঝিনি বোলতুলি মাতিছে
তুলিয়া শিহরণ চনমন বাতাসে।
উদ্বেলিত আবেগে মদির মৃদু আশারবী রাগে
ডাকিছে মুহুর্মহু বসন্তের কোকিল,

বনে বনে ফুল্ল কুসুম কাননে মধুকর ঘুরে
অনাবিল পুলকিত মনে সাবলীল।
নাচাকোঁদা ভঙ্গে উথলিত রঙ্গে হরষে মাতিল
হর্ষমদরসসিক্ত গায়িকার দল,
হৃদয়ের কাননে নাচিয়া উঠিল মন ময়ুরী
আহলাদে ভাবোন্মাদে প্রমত্ত টলমল।
দুইতটে শুধু পাহাড় আর ঘনশ্যাম বনানী,
নীচে ছন্দে ছন্দে ছুটিয়াছে জলযান,
অবশেষে ঠিক বারটায় নোঙ্গর ফেলিল ঘাটে
শুরু হল তীরে উঠিবার অভিযান।
কি এক অপূর্ব নয়ন রঞ্জন সৌষম্য সুষমা
আর মন মাতানো সৌন্দর্য সমাহার,
ছায়া সুনিবিড় লিচুকুঞ্জতলে মায়াময় শোভা
শাখে শাখে লিচু মঞ্জুরীর উপহার।
সাড়ম্বরে দুলিতেছে থোকায় থোকায় ডালে ডালে
রচেছে মধু পিয়াসীর মিলন মেলা,
নিঃস্বন নিস্বরে মৃদু হিল্লোলে দুলিতেছে কোরক
অজানিত উথলিত উল্লাসের ডালা
তুলি উপরি। বিহগ-বিহগীর নাহি কলগীত
সমাহৃত অসীম সুশান্ত নিরবতা,
নাহি হাঁক ডাক, নাহি গুঞ্জন, নাহিক কোলাহল,
কোথাও নাহি গঞ্জের কর্মের ব্যস্ততা।
সে এক নিঝুম নিরালা, যেন ধ্যানের তপোবন,
মুনি ঋষির তরে একান্ত সাধনার
নাহি বিহঙ্গের কুহু কলগান, নাহি ঝিঁঝিরব,
প্রকৃতির সুললিত মহিমা অপার।
নেই সেই অতীতের মহীরূহ, নেই স্নেহছায়া
চারিদিকে হয়ে আছে সবই বিরান
নেই সেই স্নিগ্ধ পরিবেশ, ছায়াঘেরা বনাঞ্চল,
কোথাও নেই তাই পুষ্পের সুবাসিত ঘ্রাণ।

* * * * *

খেলা আরম্ভ হলে, প্রারম্ভে বুড়োদের হাঁড়ি ভাঙ্গা
চোখ বেঁধে গদা হাতে এলো একে একে,
ব্যর্থতায় হাস্যরোলে লিচুকুঞ্জ হচ্ছে প্রকম্পিত
উল্লাসে হাততালি উঠিছে থেকে থেকে।
উল্লাসী ধ্বনি উঠে বেশী, খেলুড়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে,
লক্ষ্য হতে যবে বহুদূরে চলে যায়,
চারিদিক হতে উঠে রব, ডানে, বায়ে, কাছে দূরে,
তাতেও খেলুড়ে যদি দিশা নাহি পায়।
বৃদ্ধ সর্বত্র বাৎসল্যের কৃপাপাত্র, অসহায়,
তারা গতায়ু অদ্রোহী, নিষ্প্রভ প্রবীণ,
তাই তারা পদে পদে আনন্দে আমোদে, অগতি, অদিনে
ম্রিয় ম্লান মুখে রেখে যায় তার চিন।
সদা অবজ্ঞার পাত্র নিরবে সহে সব ব্যথা
শত অবজ্ঞাও তাতায় না রক্ত তার
যৎকিঞ্চিৎ সহানুভূতি যদি মিলে কোন কালে
তাতে তার গর্ব, বাড়ায় অহংকার।
তাই হার জিতে নাহি অভিমান, নাহি অভিযোগ,
নিতান্ত অমল মাধুরীতে ভরা মন,
নির্মল ঔদার্য আর শত লক্ষ নন্দিত নন্দনে
জাগে না গো তার কভু কোন আকিঞ্চন।

* * * * *

খেলা সাঙ্গ হলে পরে চার ঘটিকায় হল ভোজ
মনোরম বনশোভা লুটে বনময়;
ভোজনোৎসব শেষে পাঁচ ঘটিকায় একে একে সবে
উঠে গেল বলাকাতে হইয়া তন্ময়।
ভাবে বুঝি একামনে বিদায়ের পালা আসিতেছে
পড়ে রবে অযুত স্মৃতির এ ভূবন,
চুকে যাবে সব খেলা, তখনও বহে যাবে বেলা,
চারিদিকে সবগতি রহিবে সচল
ক্ষণচর মিথ্যামোহে, অনাদি অনন্ত প্রাণস্রোতে
শত কোটি মিছে কাজে এত আয়োজন,

অবহেলে সব ফেলে, সবে যাব চলে পিছে ফেলে
অনিত্য ভবের খেলা করি সমাপন।
দ্বিধাদ্বন্ধ সব ভুলে আর শ্রান্তি ক্লান্তি সব ফেলে
মিটে যাবে লেনাদেনা সব প্রয়োজন,
গাঁট বাঁধা সারা হলে, এই মিছে মোহ ঝেরে ফেলে
চলে যাবো সব কাজ করি সম্পূরণ।
সব দায় সারা হলে ভবে বেলাশেষ হয়ে গেলে
সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে দিবা হবে অবসান,
জীবনের গতি থেমে যাবে, ক্রান্তি বিষাদ নামিবে,
দুটি চোখে ঢেকে দেবে শেষ পরিণাম।
এই হলো চিরসত্য এই নীতি অভ্রান্ত অকাট্য
এর ব্যতিক্রম কোথা হয় না কখন;
বাক্যহীন শিশু হয়ে এসে, বার্ধক্য জীবন শেষে
সুখে-দুঃখে কত স্মৃতিময় এ জীবন।

-০-

বসন্তের ফুল

প্রভাতে জাগিছে দেখ
কুসুম কানন,
তরুশাখে পাখী কুলে,
করিছে কূজন।
কিচিমিচি কলরবে
মেতেছে সকাল,
স্নিগ্ধকর বায়ুভারে
করেছে মাতাল।
সাজিয়েছে চারিদিকে
স্বর্গীয় সুষমা
ঝরিতেছে সোনারোদে
অপার মহিমা।
অনাদি অনন্ত স্রোতে
বহে দিবানিশী,
সৃষ্টির অপূর্ব কীর্তি
চির অবিনাশী।
যথাকালে যথাঋতু
হইয়া উদয়,
রচে যায় লীলাভূম
এ ধরণীময়
আসে যায় একে একে
পর্যাবৃত্তি পথে,
দিশে দিশে দেশে দেশে
নব নব বেশে।
কখনো বা এলোকেশে
উচ্ছৃঙ্খল বায়ে।
ফুল্ল কুসুম কাননে
উন্মাতাল মোহে।
মুকুলেরা হাসিমুখে
বিকশিত হয়,

অনিমিখে নীলাকাশে
চেয়ে চেয়ে রয়।
সুবাসিত সৌরভেতে
বায়ু ভরে যায়,
শান্তি সুখ সুধারসে
কানায় কানায়।
সযত্নসেচনসিক্ত
প্রাণের উচ্ছ্বাসে,
নির্মল নির্ঝর স্রোতে
দখিন বাতাসে।
জেগে উঠে ফুলকলি
কাননে কাননে ,
সুহাস নয়ন মেলি
সুছাঁদ আননে।
দলে দলে দুলে দুলে
বসন্তের ফুল,
মেতে উঠে সমারোহে
হয়ে মশগুল।
আকাঙ্খার পারাবারে
অমৃতের ভান্ড ,
অহনির্শী করিতেছে
অকাতরে দান।
পতঙ্গেঁরা দলবেধেঁ
জুটিয়াছে তাহে,
পাখীফুল গেয়ে উঠে
অতুল উচ্ছ্বাসে।
আহলাদের স্রোতাস্বিণী
অনাবিল স্রোতে,
অনির্বাণ বহে যাক
মোহমুগ্ধ বেশে।

-০-

স্বাধীনতা দিবস

সাম্য মৈত্রীর সুশৃঙ্খল জীবনের সুশাসন ক্ষমতা,
রাগদ্বেষাদিবর্জিত নির্বিকার মনের সুশান্ত অবস্থা।
অনাবিল অন্তরের নিরঙ্কুশ আরাধনা
সযত্ন সেচনসিক্ত গোলাপের মাধুর্য মন্ডিত
বাঙ্গালির বাংলার স্মৃতিরক্ষাকারী দিন,
ছাব্বিশে মার্চ, পরম গৌরবের স্বাধীনতা দিবস।
এই [redacted] বাংলার অবিসংবাদিত নেতা, শেখ মুজিব,
বাঙ্গালীর মনে জাগিয়েছে স্বাধীনতা লাভের দৃঢ় প্রত্যয়,
আর গড়ে তুলেছিল একাত্তার অবিচলিত বুনিয়াদ।
এই [redacted] শেখ মুজিব ডাক দিয়েছিল বজ্র নির্ঘোষে
উদ্বেলিত কণ্ঠে " আজকের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম,
আজকের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
লক্ষ কোটি বাঙ্গালী এলো এগিয়ে অকুটোভয়ে
আপনার তাজা রক্ত হাতে লয়ে,
সব স্নেহ মায়া মমতা দিয়ে বিসর্জন,
যুদ্ধের ময়দানে নেমে এলো কাতারে কাতারে
অম্লান বদনে, নিজেরে করে গেছে দান লাখো শহীদান,
হানাদারের কবল হতে দেশ জাতি উদ্ধারে।
কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা, কাধেঁ কাধঁ মিলিয়ে
বিশাল বক্ষপটে হাতে নিল আগ্নেয়াস্ত্র
অবিমৃশ্যকারী স্বার্থোন্মত্ত উপনিবেশবাদী বেনিয়া
পাকিস্তানের প্রতিরোধ সংগ্রামে।
দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষরা যুদ্ধে
মায়ের বুক হতে টেনে নিয়ে ছেলে হত্যা করা হলো।
লাখো মা- বোনের ইজ্জত লুটে নিল,
ছাত্র- শিক্ষক ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার বিনাদোষে প্রাণ দিল,
উনিশশত একাত্তরে ষোলই ডিসেম্বর দেশ হানাদার মুক্ত হলো,
শত্রুশক্তি আত্মসর্ম্পণ করলো যৌথবাহিনীর হাতে,
দেশ স্বাধীন হলো, বিজয় ধবজা উড্ডীন হলো,
তদবধি স্বাধীনতা বিদস প্রতি বছর উদযাপিত হচ্ছে।

কি উদ্দেশ্যে আর কি পটভূমিকায় স্বাধীনতা অর্জিত হলো,
তা আমাদের স্মৃতিতে রাখতে হবে চিরজাগরুক
সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে যদি স্বাধীনতার স্বাদ না পৌঁছে,
তবে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের স্বার্থকতা ব্যর্থ হবে।
স্বাধীনতার তাৎপর্য হবে ম্রিয়মান।
আর্জি দেখি একদিকে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে
সরকার এবং দেশবাসী কত প্রাণবন্ত,
আর তার বিপরীতে নিঃস দুর্বলের ঘরে কত হাহাকার ।
পত্রিকার এক পাতায় মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সমৃদ্ধ রচনা,
অন্য পাতায় রাজশাহীর মহিমাদের
ক্ষোভে লজ্জায় আত্মহননের পথ বেছে নেবার কাহিনী,
কি কুৎসিত অনাচার, কদর্য দাম্ভিকতা,
আর নয় ধৃষ্টতা শুন্যগর্ভ প্রগলভতা,
তাই আজি এই হোক সবার সংকল্প
স্বাধীনতা অনুষ্ঠান সবর্স্ব নহে শুধু,
তার স্নিগ্ধ সুধাভরা মাধুর্য বিলাতে হবে,
নিঃস্বের কুটীরে আর দুর্বলের বিধ্বস্ত অন্তরে,
তবে হবে লাখো শহীদের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা অর্থবহ।

-০-

আদিবাসী

ভূমির প্রথম অধিবাসী, আদিবাসী।
মাটি, প্রকৃতির সাথে তার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ,
তাই আদিবাসী স্রষ্টার সৃষ্ট জীবন্ত প্রকৃতি।
তরুলতা, পশুপাখী শৈল পাদদেশে উছল স্রোতস্বিনী,
ঢেউ খেলানো দিগন্তবিস্তৃত গভীর নিবিড় শ্যামলীমা,
লতাগুল্মে কুঞ্জে কাননে লীলায়িত মদির ফুলহাস,
কুহু কূজন ভীরে হিল্লোলিত মলয় চন্দন মাধুরী,
ঘণবনশয়নতলে তটিনীর ছলছল ছন্দোবদ্ধ মৃদু কলনাদ,
সবই আদিবাসীর অতুল অমল মনের উৎসর্জন।
শার্দুলের বিভব নেই,
বৈভবের প্রয়োজন নেই
ক্ষিধে পেলে যে কোন কিছু একটা ধরে খায়।
তাই বলে তার শিকারের অভাব হয়নি কোনদিন।
আদিবাসীর জীবনেও সৌধ কিরীটির অভিলাষ নেই,
লেফাফা দুরস্তের নেই দুরপনের আকিঞ্চন,
শুধু প্রকৃতির দান হতে সামান্য জুম চাষ তার চাওয়া
যা' আছে তা' সুখে ভোগ করা।
তাতে কিন্তু ঘনবন হয়নি উজাড়,
সভ্যতার উন্নয়নের উথলিত জোয়ারে নিবিড় বনশ্রেণী
যেভাবে ধীরে ধীরে হয়ে গেল ছাড়খার।
আদিবাসীরা আজ বড় অসহায়,
নেই সাংবিধানিক স্বীকৃতি
নেই কোন আইন ভিত্তিক নিশ্চয়তা।
আদিবাসী সমাজ হতে তাই আজ
কল্পনা চাকমা নেই আলফ্রেড সরেন, গিদিতা রেমা,
লেবিনা হাউই, সেন্টু সাংমা হারিয়েছে একে একে।
আদিবাসী কোন দিন পরাবলম্বী ছিল না,
দুর্গম ঘনবন ছিল তার অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র,
ঔষধ পথ্য, অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থানের নিরাপদ সংস্থান।
প্রকৃতিদত্ত সংগ্রহশালা থেকে যতটুকু প্রয়োজন

ততটুকু নিয়ে অবশিষ্টের প্রতি করেনি কোন লোলুপ কামনা।
প্রকৃতির বুকে ছড়ানো, সাজানো সুন্দরের প্রতি
কোনদিন কখনও হয়নি নির্লজ্জ প্রলুব্ধ।
অতি নিষ্পাপ অকৃপন মনে সযত্ন সুষম বন্টনের নীতিতে,
ফেলে গেছে অন্যের প্রয়োজন সেটাবার সদিচ্ছায়,
অফুরান ফলমূল ঔষধ পথ্য জুমের জঙ্গল,
বনে বনে বিটপে বিটপে নদীতট অববাহিকায়।
জীবনে জীবন মেলাবার প্রতিকূল পরিবেশে,
আদিবাসীদের উন্নয়নের উন্মাতাল জোয়ারে,
সংকুচিত হয়েছে আদিবাসীদের বিচরণ ক্ষেত্র জঙ্গল,
তৈরী হচ্ছে ইকো পার্ক বনায়নের নামে হচ্ছে জবরদখল।
তাই হারিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির সম্পদ,
বিহঙ্গকুল, বন্য জীবজন্তু, নানা প্রজাতির বৃক্ষরাজি,
প্রকৃতি চলে গেছে বৈরী অবস্থানে
অনাবৃষ্টি, অতি বৃষ্টিতে অভাবিতপূর্ব ক্ষতি সাধিত হচ্ছে
খামারে, আঙিনায় আবাদী জমিতে, শস্যের ক্ষেত্রে।
তথাপি কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনায়
বাজার উন্নয়ন, বাস-ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ,
রাস্তাঘাট নির্মাণ কাজের বহর দেখে
অতি সহজেই এই অনুমিতি আসে যে,
জাতিসংঘের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুসারে
সমমর্যাদা আর অধিকারাদির ফলশ্রুতিতে
আদিবাসীরা আজ বনসাই হয়ে গেছে
টবে রেখে যদৃচ্ছা বসানো যায়।

-০-

বর্ষা

ওই কালো মেঘে ছেয়েছে আকাশ শালবন কোণে,
গুমড়ি গুমড়ি গরজে মেঘে চমকি ক্ষণে ক্ষণে।
ধেয়ে আসে মেঘরাশি অম্বরী ঢাকিয়া চারিধার ,
চকিত কপোত কপোতী নীড়ে ডাকিছে বারে বার।
ঝরিছে বারিধারা ঝরঝর গানে আম্রকাননে,
বহিছে স্রোতধারা শিউলির তলে ,বকুল বনে।
কে ছাড়ি কেশপাশ ,ব্যাকুল মনে খোলা বাতায়নে.
উন্মন উদাস প্রাণে মজিয়াছে দাদুবীর গানে।
সে এক অপূর্ব সৌম্য -শান্ত -স্থির সমাহিত মূর্তি,
নিতান্ত ঔদার্য লয়ে যেন ধ্যানে বসিয়াছে ক্ষিতি,
কত ভাবোচ্ছ্বাস ময়ুর পুচ্ছ সম করি বিকাশ,
ফোটায় কদম্ব কুঞ্জে জাগাইয়া মৃদু ফুলহাস ।
বাদলের বাগিণীর গান গাহে যেন অনিবার ,
মেগের গর্জন বিনা নিবৃত নির্জন পারাপার,
নব কদম্বের কচি দলগুলি দুলিছে শাখায়,
সবুজ কিশলয়ে মাদক বায়ে দোদুল দোলায়।
বিকচ কেতকী উন্মুখ নয়নে আনি মৃদু হাস,
নিস্বন নিঃস্বরে পাঠায় বার্তা মেঘদেশে উচ্ছ্বাস
রসে ভরি। ডাহুক-ডাহুকী ফিরে বেতসের বনে,
থেকে থেকে ডেকে উঠে অনুরাগে আপনার মনে।
হে অনন্ত যৌবনা শ্যামাঙ্গী প্রিয়ংবদা বরষা,
অঝোর বর্ষণে মৃত্তিকার বুক করেছ সরসা।
প্রকৃতির বুকে আনি সবুজ পাতার সমারোহ,
বনে বনে জাগিয়েছে সুসৌম্য লাবণ্যের আবহ।
কুঞ্জে কুঞ্জে বিকশিত করি কদম্ব কেয়ার ফুল,
যুথিকার শাখে শাখে মদির সুবাসে হয়ে মশগুল
এসে ভীরে মক্ষিকার দল। সারাদিন গুঞ্জরি
করে আহরণ মধুর মাধুরী লুটিয়া মঞ্জুরী।
মাঠ-ঘাট থই থই সব জলে ডুবে গেছে ওই,
অবিরাম বরিষণে ঝর ঝর গানে গানে ওই।

দু'কুল ছাপি কলকল্লোলে ভরা গাঙ যায় বহে,
মাঠ ঘাট জলে ডুবে চৌদিক জলাধিপ হয়ে রহে।
ঝাঁকে ঝাঁকে এসে জোটে পাখীকুল দলে দল,
নানা কীট ধরে ক্ষেতে করে কিচিমিচি কল কল।
নব তৃণদলে শ্যাম বনতলে ঘন নীপকুঞ্জে,
চকিতে চাঁদোয়া টেনে দেয় ঘন কালো মেঘপুঞ্জে।
অতি অভিনব রূপে বিচিত্র রীতিতে আসে বর্ষা,
লুকোচুরি যেন তার ধাতে কভু সহেনা সহেনা।
ঝুমুঝুমু ছন্দ তুলে মনোরম সংগীত সুরে,
মেঘের সমারোহে আগমনী উচ্চারি চরাচরে।
বিজলী শিহরণে গুরু গরজনে মেঘ সম্ভারে,
সমাগত হয় সে ধরণীর মৃত্তিকার দুয়ারে।
প্রকৃতির লীলাভূমে সবুজ গালিচা বিছাইয়া,
ঢালি দেয় লাবণ্য প্রবাহে মেঘের অঞ্জন দিয়া।
বর্ষার বর্ষণে একা গৃহকোণে দেখি আখি তীরে,
ভরে আছে বুক ঘন শ্যামলীমায় ভূবন ঘিরে।
ওগো বরষা বর্ষচক্রে চড়ে আসিও বারে বার
তপ্ত গ্রীষ্মের হুতাশনে আনিয়ো স্নিগ্ধ পারাবার।

-০-

মৃত্যু

যত ভালো যত মন্দ, আছে যত দ্বিধাদ্বন্দ্ব,
সব সংশয়,
দেহ মনে সব ক্লান্তি, সব ব্যথা সব শ্রান্তি,
হয় রে বিলয়।
শুধু মিছে আনাগোনা, কত শত দেখাশোনা,
অনিত্য ভূবনে,
কেন তবু ভালোবাসা, কেন বল এত আশা,
দু'দিনের ক্ষণে ?
আজীবন রোষভরে, অনিত্য এ সংসারে,
দেখিলে যাহারে,
শত কোটি আকিঞ্চনে, ফিরাতে নতুনরূপে,
পারিবে তাহারে ?
সীমাহারা গগণেতে, গ্রহতারার জগতে
পাবে কি সন্ধান ?
কোথা আছে ভালো মন্দে, কাছে নাকি দূরান্তরে,
পরের মতন।
আছে কি গো আপনার, নাকি হয়ে গেলো পর,
কি তার উত্তর ?
অস্তগিরি পদতলে, নাকি রুদ্ধ অশ্রুজলে,
ভরিছে অন্তর।
দেখো সবে প্রতিদিন, সব মিথ্যা অর্থহীন,
ভবের মাঝার,
অর্থপূর্ণ যারে আজি, হেথা যারে ভাবিতেছি,
অনর্থ অসার।
কত প্রাণ ধরণীতে, খসে পড়ে নিমিষেতে,
অনন্ত প্রবাহে,
সারা জীবন ব্যাপিয়া, বৃথা সম্মুখে ধরিয়া,
রাখি শুধু মোহে।
সমস্ত অভ্যাস ত্যাগী, সদ্য শিশুসম ছাড়ি,
সর্ব আবরণ,

মরণের নগ্নমূর্তি, মুছে দেয় সব কীর্তি,
চিতার আগুণ।
আয়ু যার এত ক্ষীণ, নিমেষেতে হয় লীন,
বিফলতাময়
এই ক্ষণিকের তরে, অনাদি অনন্ত স্রোতে,
শুধু বয়ে যায়।
এই জরাময় ভবে, শত লক্ষ বৃথা কাজে,
কত আয়োজন ?
জন্মিলে মরিতে হবে, ধ্রুবসত্য এই ভবে,
নীতি চিরন্তন।
তথাপি কত কামনা পাবার কত বাসনা,
মিছে সংসারে
ঈর্ষা দ্বেষে হানাহানি, লোভ বশে টানাটানি,
ভবের বাজারে।
চাই শুধু আরো চাই, অহর্নিশী পিছু তাই
লোল মদমত্তে,
বাহুবলে কূটছলে, অনুদিনে পলে পলে
ধরিতে কাড়িতে,
এত চেষ্টা মনে প্রাণে। অনুত্তমা অনুধ্যান,
হয়রে বিকল,
পরাক্রম পরাক্রান্ত, অতি কদর্য সিদ্ধান্ত,
পরায় শিকল।
যেখানে অবজ্ঞা সাথে, মানুষ নিজের হাতে,
ঘৃণা আহরিল,
সেথা সব সুখে দুঃখে, মৃত্যুপথ অভিমুখে,
মানুষ কি পেল ?
ওরে ও নির্বোধ নর, মানুষের গর্ব কর,
কি বা বুনিয়াদ ?
সবলের অভিঘাতে, অভাজনের ক্রন্দনে,
কত অশ্রুপাত।

দিশে দিশে দেশে দেশে, চেয়ে দেখ অভাজনে
তুলিছে রোদন,
অসহায় ক্ষুদ্র দলে, সর্বহারা ক্ষীণ বলে,
করিছে ক্রন্দন।
দুর্বলের ঘরে ঘরে, সবলের অত্যাচারে,
কত হাহাকার
মন্দ প্রবঞ্চক কহে, এ ধৃষ্টতা, এ ঔদ্ধত্য,
নহে সহিবার।
কেহ যদি কভু চাহে, মানুষের বিচারেতে,
ন্যায্য অধিকার,
বাহুবলে তাতে কহে, এ অন্যায্য এ বিভ্রাট,
শুধু অনাচার।
উর্দ্ধে শূণ্যে দেখ চেয়ে, সমস্ত আকাশ ঘিরে,
কতই উদার,
ঘননীল সীমাহারা, অগণিত গ্রহ তারা,
অনন্ত অপার।
মানুষ কি পাবে শিক্ষা, নেবে কভূ মহাদীক্ষা,
হবে মহীয়ান ?
ভুলে যাবে ভেদাভেদ, হিংসা আর বিদ্বেষ,
হতে গরীয়ান ?
বিরাগ বিদ্বেষ কেন, কেন এত আলাপন,
বিশ্বের মাঝারে ?
চিরদিবসের তরে, তুলে নিল আজি যারে,
কে ফিরাবে তারে ?
কত দূর দূরান্তরে, অজানা ধরণী পরে,
খুঁজিতেছে পথ
মর্ত জন্মশিখা সব, থেমে গেছে তর্ক সব,
স্বপ্ন মনোরথ।
দেখ আজি সব শ্রান্তি, মুছে গেল ভুল ভ্রান্তি,
সব গেল চুকে,

তরঙ্গিত যত ক্লান্তি, ভালোমন্দ সব ক্রান্তি,
থেমে গেছে বুকে।
ধরণীর গতি যত, চারিদিকে অবিরত,
বহিছে চলিয়া,
শুধু ওই দু'টি চোখে, আঁধারে গিয়েছে ঢেকে,
কালিতে লেপিয়া।
আনিয়া কাপড়খানি, মাথা পরে টানি আনি,
ঢেকে দাও তারে,
সকল সন্দেহ যথা, মুছে গেছে সব কথা,
মরণের পরে।
যত না অহংকার, দহিয়াছে বার বার,
কিছু আর নাই,
আজি সবে বলো শান্তি, ঘুছে ফেলো সব ক্লান্তি,
হয়ে যাক ছাই।

-০-

বাহুবল

বিপন্ন মানবতা
পিশাচের দৃপ্ত পদতলে
মানুষেরে করে পরিহাস
কত কূট ছলে।
তাই শুনি দিকে দিকে
আর্তের কান্নার সুর
দুঃস্থ নিঃস্বের ক্রন্দনে
আকাশ বাতাস ভরপুর
কত অনাচার অবিচারে
ছেয়ে আছে এই মহীতলে ।
মানুষ কত অসহায় আজি
মানুষের কাছে
মানবতা যাচে করুণা ভিক্ষা
পেশী শক্তির কাছে।
হিংসার অনলে জ্বলে
মানুষের জাতি
অহংকারের দারুণ রোষে
করি আঁতি পাতি
বিজয়ধ্বজা উড়ায় বাতাসে
অমিত বাহু বলে।

-০-

আনন্দ

নোলক নাকে নূপুর পায়ে
নাচছে টিয়া পাখি
হুতোম পেঁচা তাই না দেখে
বলছে সবে ডাকি।
শিয়াল পন্ডিত গান ধরেছে
মাথায় টুপি নিয়ে
সিংহী রাণী আসছে দেখো
ঘোমটা মাথায় দিয়ে
মিঃ ইঁদুর তাদের দেখে
কাজে দিল ফাঁকি।
কুমীর সাহেব গপ্প করে
বাঘ ভালুকের সাথে
তক্কক চোরা দেখতে আসে
রূপকথার মাঠে।
ফড়িং বাবুর দেখ দুটো
জুতা পরা ঠ্যাং
তালে তালে ঢোলক বাজায়
ঘরের কুনো ব্যাঙ
গজ রাজা আসছে সভায়
সাথে অনেক সাথী।

-০-

বিধি

ওগো বিধি, করুণা নিধি,
অসম বিধান কেন তব
উচ্চ-নীচ, রাজা-প্রজা লয়ে
কেন সৃজিলে এই ভব ?
তোমার অভিশাপ কাহার লাগি
কার তবে সদয় অনুভূতি
নিঃস্বের চালে জ্বালাইয়া আগুন
সাজাও ধনীর বাতি।
হে সৌম্য করুণা নিধান,
মোরা দুঃখীজনে এ লীলা শুধু চেয়ে রব ?
উচ্চেরে দানি বরাভয়
দীনজনে দিয়ে পরাজয়
কি সান্তনা খুঁজে পাও তুমি,
ওগো বিচারপতি স্বামী ?
তোমারে লয়ে যত নীতি কথা,
জাগায় পিশাচে কোন মনব্যথা ?
দুর্ভর অবহেলা সহে
গড়ে যারা কীর্তির গাঁথা
তাদেরে করুণা করি
শঠদের দানিবে না পরাভব ?

-০-

বাংলাদেশ

ওমা রূপসী বাংলা
তোমার চৌদ্দ কোটি সন্তান
মোরা হিন্দু-মুসলমান
আর বৌদ্ধ খ্রীষ্টান।
দুর্যোগে দুর্দিনে
থাকি যেন হাতে হাত মিলে
সম্প্রীতির বন্ধনে
বরাভয় ভরা দিলে
ঘোর তমসায় লভিতে পরিত্রাণ।
ভৈবরী নিনাদে কিশের অশনি
গরজে ধরণীময়
উন্মত্ত হিংসার তোপে
দিকে দিকে মানুষের পরাজয়।
এ আশীষ মাগি আজি
অভয় আশ্বাসে-
অনন্ত প্রশান্তি লভি যেন মোরা
তব কোলে বসে
সাম্যের পতাকা তলে
গাহি যেন মৈত্রীর জয়গান।

-০-

রূপকাহিনী

ওগো স্বপনপুরের
রাজার রাণী
অনেক কথা
দিলাম আনি
শুনবে এসো, শুনবে এসো।
সে এক হীরক রাজার দেশে
রাজার কুমার ঘোড়ার পিঠে বসে,
সে বিশাল তেপান্তরের মাঠে
ছোটায় ঘোড়া চাবুক হাতে
শুনবে যদি আমার পাশে বসো।
চিঁহি রবে ঘোড়া ছুটে
চাঁদের কণার দেশে
তারায় তারায় ঝলমলিয়ে
রাজ কুমারী আসে।
সাতটি রঙের ফুলের পরী
কল কলিয়ে হাসে
চনমন ঢঙের তালে
ফুলে ফুলে নাচে
যদি শুনো সব সাথীদের
সাথে লয়ে লক্ষী হয়ে বসো।

-০-

প্রজাপতি

ও প্রজাপতিরে শোন দু'টি কথা
স্বপ্ন রঙিন পাখা মেলে কোথা চলে যাও ?
মাতাল তালে হেলে দুলে
কার ঠিকানা খুঁজে বেড়াও ?
সে কোন তেপান্তরের পাড়ে
কোন উছল বনের ধারে
কোন বনানীর নিবিড় ছায়ে
খুঁজে নেবে তারে,
হাওয়ার রথে চড়ে তুমি
কোন বাজার দেশে যাও ?
ময়ুরপঙ্খী আছে সেথা
খেয়াঘাটে বাঁধা,
অলসক্ষণে সংগোপনে
সুরের হয় কি সাধা ?
স্বপনপুরীর কোন কাননে
ফুলপরীরা নাচে
রাজমহলের জলসাঘরে
কলকলিয়ে হাসে
আমায় তুমি নিয়ো সেথা
যে দিন খুঁজে পাও।

-০-

বেলা শেষের গান

ক্লান্ত চরণে পথ বেয়ে এসে
কেন এ বেলাশেষে,
আজো সেই গান বাজে কানে,
মাধব মাধবী ভরে উঠে প্রাণে ?
কত ঝড়, কত শ্রান্তি সমুখে এসে,
হারানো বেদনায় ভরে যায় শেষে,
বিষাদের ছায়া বাঁধ ভাঙা স্রোতে
হৃদয়ে বান ডেকে আনে।
নিদহারা মোর দু'টি চোখে,
বিরহ বায়ুভারে শুধু যায় ঢেকে,
অমার ঘনঘোর তমসা
ঘন আঁধারে ঘিরে থাকে।
তার যৌবন কুসুম-আগম কালে
বাকা ভ্রলতা সেই শুভ্র ভালে
কেন আজো চোখে ভাসে
দোলে মনোকুঞ্জবনে দখিনা সমীরণে ?

-০-

উল্লাস

আজি মোর মন
ঘোরে ভন্‌ভন্‌
এলোমেলো বায়
নিঃঝুম বনছায়।
কাকলী কূজন তীরে
ছলছল ঝর্ণার তীরে
শনশন্‌ সুরে সুরে
দূর হতে বহুদূরে
গেয়ে যায় চঞ্চল বায়।
আজি মন চনমন
উতলা ফাগুনে হল উন্মন
পাখা মেলে উড়ে উড়ে
ঘোরে বন উপবন।
উছল দখিনা সমীরে
অনিলের লহরে লহরে
কাকলীর মুখর গানে
বিভোর মাতাল প্রাণে
ওই নীল নীলিমায়।

-০-

মনোবল

এই দুর্দিনের কালো রাত
কেটে যাবে একদিন,
এই দুর্যোগের অশনিপাত
থাকিবে না নিশী দিন।
প্রভাতী রবির স্বচ্ছ কিরণে
সোনালী আলোর উজ্জল বরণে
সব পাপযোগ করি অবসান
রচিব পথের চিন।
এসো সবে হাতে হাত মিলে
সাহসে রহিব অটল
নিজেরে অসহায় না ভাবি কখন
বুকে বাঁধিব মনোবল।
আজি এই দুরন্ত দুর্দিনে
স্বচ্ছ সহজ সরল প্রাণে
সঙ্কতের তিমির রজনী করি কুপোকাত
আনিব নতুন দিন।

-০-

সুহাস বদন

সুহাস বদনে, সলাজ নয়নের কোণে
যে মধুর হাসিটি করে গেলে দান
তব অধরপাতে, হৃদয়ের পুলিনে বসে
আঁখিপাত মেলে গেয়ে গেলে গান।
করপল্লবে আনিলে যে মালাখানি,
সে যে হৃদয়ের অর্ঘ্য সে আমি জানি
দাড়ালে সমুখে এসে এলো কেশে
রেখে গেলে হৃদয়ের মৃদু কলতান।
যেদিন তোমার ছিল সন্ধ্যা দীপহীন
আঁধার দুয়ারে আমি বাজাইনু বীন
ঝংকৃত তারের ঝংকার ঝঞ্চনায়
দুজনার হৃদয় হয়ে গেল লীন।
সেদিন অঞ্জলি ভরে দিয়েছ যে ফুল
সে যে হৃদয়ের বাণী নহে কিছু ভুল
নির্বাক বনতলে যে রূপ দেখিনু তোমার
সে স্মৃতি কভু হবে না অবসান।

-০-

অপরূপ

ওই যে প্রজাপতি
কেমন দুলে দুলে
নকশী কাঁথার পাখা মেলে
উড়ছে ফুলে ফুলে।
নাচন নাচন ঢঙে তার
প্রাণটি মাতালো
ফুলের বনে ঘুরে ঘুরে
কলিদের জাগালো
মনের কথা তাদের সাথে
কইবে প্রাণটি খুলে।
প্রাণের কথা কয় বুঝি
ফুলের ঝাড়ে উড়ে
শনশনিয়ে বাতাস ফিরে
সেই মিলনের তীরে।
রঙের সাথে রঙ মেলাতে
রূপ যে অপরূপ
রঙের দোলায় ভূবন ভুলায়
ভরে তুলে বুক
কেমন মধুর স্বপন আঁকে
মনের দুয়ার মেলে।

-০-

ঘুম পাড়ানী গান

আয় ঘুম আয়রে ঘুম আয়
হীরার থালে মানিক লয়ে
চাঁদের ছাঁচে তারা নিয়ে
রাজার চোখে আয়।
সোনার কাঠির ছোঁয়ায় যাবে
ঘুমপরীদের দেশে
সে দেশটি আছে আজো
স্বপনপুরের পাশে।
পান্নার শালিক, চুন্নীর টিয়ে
সাথে নিয়ে আয়।
সেথা হাতি ঘোড়া পাল্লা দিয়ে
টগবগিয়ে হাটে
লক্ষী পেঁচা আর ভোদরেরা
লাফায় সাথে সাথে
শাফলা শালুক ফুটে আছে
কাজল দীঘির জলে
ময়ুরপঙ্খী নৌকাখানি
মাঝ-দীঘিতে চলে
সেখান থেকে সোনার পুঁটি
রূপোর ট্যাংরা ধরে নিয়ে আয়।

-০-

মাদকতা

মিটি মিটি তারাদের দেশে
ওই দূর ছায়াপথে বসে
কি জানি কোথা হারিয়ে শেষে
উল্কেরা আঁধার বিবরে মিশে।
চাঁদ হেরে অতসীর পানে
মাধব মাধবী দখিনা সমীরণে
তন্দ্রহারা উতলা রাতে
রাতজাগা বিহগ তানে
ফুলেল ফাগুন গানের বেশে।
জোনাকি জ্বলে ঝোপে ঝাড়ে
নিবিড় আঁধার বনের ধারে
নিদহারা চপল বায়ে
হাসে খেলে ফুলের পরে।
কুসুম ঝাড়ের মদির সুবাস
জ্যোৎস্না স্নাত মাতাল বাতাস
মাতায় সবার প্রাণ
বাজায় মধুর গান
স্বপ্নমাখা আলোর দেশে।

-০-

চাপাবনের উদাস হাওয়ায়

চাঁপাবনের উদাস হাওয়ায়
উঠছে কেঁপে আঁচলখানি
আকুল কেশের মোহন রূপে
বাজে সোনার কাঁকনখানি।
ঝড় এনেছে এলো চুলে
বান ডেকেছে তৃণমূলে
উতল বায়ে বাজায় বেনু
চমক আনে সন্ধ্যামনি
আঙিনাতে দখিনের বায়
অস্তরবির করুণ আভায়
বেলাশেষের গান গেয়ে যায়
মলিন রবি গোধূলী বেলায়।
আকাশে তারার শতদলে
সুবাসিত ফুল পরিমলে
সোহাগে অঞ্জলী ভরি
গাঁথা হয় হৃদয়ের মালাখানি।

-০-

শিহরণ

ঝংকার ঝনঝনা তুলি ওই
কার হাতে কঙ্কন বাজে ?
ঘন কুন্তল তলে নয়নের কোণে
যার মোহমন্ত্র বিরাজে।
চপল চমকিত নয়নের বানে
চনমনে উথলিত উতলা টানে
বাঁধ ভাঙা স্রোতে
হৃদয় সাগরে বান ডেকে আনে।
অধর পল্লবে তার মধুর হাসিটি
আঁধার প্রান্তরে জ্বালায় বাতি
সুধাভরা তার কথার কাকলী
মাতায় জোছনা রাতি।
চকিত চাহনী তার টানা দু'টি চোখে
অবারণ শিহরণ আনে মনে
সচপল দখিন বাতাসের ভরে
জড়ায় রাঙা রাখি বন্ধনে।

-০-